পঞ্চশীতিতম অধ্যায়

বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান ও দেবকীর পুত্রদের উদ্ধার

কিভাবে শ্রীবলরাম সহ শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতাকে দিব্য জ্ঞান প্রদান করেছিলেন, তাঁর মাতার মৃত পুত্রদের উদ্ধার করেছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

দর্শনার্থী ঋষিরা শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা করছেন শ্রবণ করে বসুদেব তাঁকে ও বলরামকে তাঁর পুত্ররূপে গণ্য করা থেকে বিরত হয়ে পরমেশ্বর ভগবানরূপে তাঁর সর্বশক্তিমানতা, সর্ববিরাজমানতা ও সর্বজ্ঞতার স্তুতি করলেন। তাঁর পুত্রদ্বয়ের মহিমা কীর্তনের পর বসুদেব শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে পতিত হলেন এবং তিনি যে তাঁর পুত্র, এই ধারণা দূর করার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করলেন। পরিবর্তে, শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবকে ভগবৎ-বিজ্ঞানের শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে সেই ধারণাটির পুনরুদ্ধার করলেন এবং সেই সকল নির্দেশ শ্রবণ করে বসুদেব শান্ত ও সন্দেহমুক্ত হলেন।

তারপর মাতা দেবকী কিভাবে তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের মৃত পুত্রকে উদ্ধার করেছিলেন সেকথা স্মরণ করিয়ে কৃষ্ণ-বলরামের স্তুতি নিবেদন করলেন। তিনি বললেন, "দয়া করে সেইভাবে আমার আকাঙ্ক্ষা পূরণ করুন। কংস দ্বারা নিহত আমার পুত্রদের ফিরিয়ে নিয়ে আসুন যাতে তাদের আমি আরেকবার দর্শন করতে পারি।" তাঁদের মায়ের অনুরোধে তাঁরা পাতাল লোকের সুতলে গমন করে বলি মহারাজের কাছে উপস্থিত হলেন। রাজা বলি তাঁদেরকে সম্মানীয় আসন প্রদান, প্রার্থনা নিবেদন ও তাঁদের পূজা করে শ্রদ্ধাভিবাদন জ্ঞাপন করলেন। এরপর কৃষ্ণ-বলরাম দেবকীর মৃত পুত্রকে ফিরিয়ে দেবার জন্য বলিকে অনুরোধ করলেন। তাঁরা বলির কাছ থেকে বালকদের গ্রহণ করে তাদের দেবকীর কাছে ফিরিয়ে দিলেন, যিনি তাদের জন্য এমনই উচ্ছ্বাসময় স্নেহ অনুভব করলেন যে, তাঁর স্তন থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দুগ্ধ ক্ষরণ হতে লাগল। উৎফুল্লিত দেবকী, পুত্রদের তাঁর স্তনদুগ্ধ পান করালেন। স্বয়ং কৃষ্ণ যে দুগ্ধ একবার পান করেছিল, তার অবশিষ্টাংশ পান করে তারা তাদের দেব-স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে গমন করল।

শ্লোক ১

শ্রীবাদরায়ণিরুবাচ

অথৈকদাত্মজৌ প্রাপ্তৌ কৃতপাদাভিবন্দনৌ ।
বসুদেবোঽভিনন্দ্যাহ প্রীত্যা সঙ্কর্ষণাচ্যুতৌ ॥ ১ ॥

শ্রীবাদরায়ণিঃ উবাচ—শ্রীবাদরায়ণি (শুকদেব গোস্বামী) বললেন; **অথ**—অতঃপর; **একদা**—একদিন; **আত্মজৌ**—তার পুত্রদ্বয়; **প্রাপ্তৌ**—তার কাছে আগমন করে; **কৃত**—করলে পর; **পাদ**—তার পাদদ্বয়ের; **অভিবন্দনৌ**—পূজা; **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **অভিনন্দ্য**—তাঁদের অভিনন্দিত করে; **আহ**—বললেন; **প্রীত্যা**—প্রীতি সহকারে; **সঙ্কর্ষণ-অচ্যুতৌ**—বলরাম ও কৃষ্ণকে।

অনুবাদ

শ্রীবাদরায়ণি বললেন—একদিন বসুদেবের দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরাম তার পাদদ্বয়ে প্রণাম নিবেদন করে তাকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য আগমন করলেন। বসুদেব তাঁদের অত্যন্ত প্রীতির সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন এবং তাঁদের বললেন।

শ্লোক ২

মুনীনাং স বচঃ শ্রুত্বা পুত্রয়োর্ধামসূচকম্ ।
তদ্বীর্যৈর্জাতবিশ্রম্ভঃ পরিভাষ্যাভ্যভাষত ॥ ২ ॥

মুনীনাম্—মুনিদের; **সঃ**—তিনি; **বচঃ**—বাক্যসমূহ; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **পুত্রয়োঃ**—তার দুই পুত্রের; **ধাম**—শক্তি; **সূচকম্**—উল্লেখ; **তৎ**—তাঁদের; **বীর্যৈঃ**—শৌর্যকর্মের জন্য; **জাত**—জাত; **বিশ্রম্ভঃ**—দৃঢ় বিশ্বাস; **পরিভাষ্য**—নাম দ্বারা তাঁদের সম্বোধন করে; **অভ্যভাষত**—তিনি তাঁদের বললেন।

অনুবাদ

তার দুই পুত্রের শক্তি সম্বন্ধে মহান মুনিদের বাক্য শ্রবণ করে এবং তাঁদের শৌর্যকর্মসমূহ দর্শন করে বসুদেব তাঁদের ঈশ্বরত্ব বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তাই তাঁদের নাম সম্বোধনপূর্বক তিনি তাঁদের এইভাবে বললেন।

শ্লোক ৩

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগিন্ সঙ্কর্ষণ সনাতন ।
জানে বামস্য যৎ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষৌ পরৌ ॥ ৩ ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ—হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ; **মহা-যোগিন্**—হে মহাযোগী; **সঙ্কর্ষণ**—হে বলরাম; **সনাতন**—নিত্য; **জানে**—আমি জানি; **বাম্**—আপনারা দু'জন; **অস্য**—এই

(ব্রহ্মাণ্ডের); **যৎ**—যে; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে; **প্রধান**—প্রকৃতির সৃষ্টিশীল সূত্রসমূহ; **পুরুষৌ**—স্রষ্টা পুরুষ; **পরৌ**—পরম।

অনুবাদ

[বসুদেব বললেন—] হে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ, মহাযোগী, হে সনাতন-স্বরূপ সঙ্কর্ষণ, আমি জানি যে আপনারা দুজন হচ্ছেন ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও সৃষ্টির উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ।

তাৎপর্য

ভগবান কপিলদেবের সাংখ্য মতবাদে যেমন শিক্ষা প্রদান করা হয়েছে *প্রধান* হচ্ছে *পুরুষ*, পরম পুরুষের সৃষ্টি শক্তি। এইভাবে, এই দুই তত্ত্বের প্রধান হচ্ছে অধীন শক্তি, স্ত্রী, স্বতন্ত্র ক্রিয়ায় অসমর্থ আর পুরুষ হচ্ছে পরম স্বতন্ত্র আদি স্রষ্টা ও ভোক্তা। কৃষ্ণ কিম্বা তাঁর ভ্রাতা বলরামের কেউই অধীন শক্তির শ্রেণীভুক্ত নন; বরং তাঁরা উভয়ে একত্রে হচ্ছেন আদি পুরুষ যিনি সর্বদা তাঁর জ্ঞান, আনন্দ ও সৃষ্টি প্রবাহের নানাবিধ শক্তি দ্বারা যুক্ত।

শ্লোক ৪

যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্‌যদ্‌যথা যদা ।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধান পুরুষেশ্বরঃ ॥ ৪ ॥

যত্র—যেখানে; **যেন**—যার দ্বারা; **যতঃ**—যেখান থেকে; **যস্য**—যার সম্বন্ধে; **যস্মৈ**—যার উদ্দেশে; **যৎ যৎ**—যা যা; **যথা**—যেমন; **যদা**—যখনই; **স্যাৎ**—উৎপন্ন হয়; **ইদম্**—এই (সৃষ্টি); **ভগবান্**—ভগবান; **সাক্ষাৎ**—তাঁর নিজ উপস্থিতিতে; **প্রধান-পুরুষ**—প্রকৃতি ও তার স্রষ্টার (মহাবিষ্ণু); **ঈশ্বরঃ**—ঈশ্বর।

অনুবাদ

আপনি পরমেশ্বর ভগবান যিনি প্রকৃতি ও প্রকৃতির স্রষ্টা (মহাবিষ্ণু) উভয়ের অধীশ্বররূপে প্রকাশিত হন। যা কিছু বর্তমান, যেভাবে এবং যখনই তা উৎপন্ন হয়, তা আপনার মধ্যে, আপনার দ্বারা, আপনার থেকে, আপনার উদ্দেশ্যে এবং আপনার সম্বন্ধে সৃষ্ট হয়।

তাৎপর্য

সাময়িক পর্যবেক্ষকদের কাছে এই পরিচিত বিশ্ব বহু ভিন্ন ভিন্ন শক্তির দ্বারা উৎপন্নরূপে প্রতিভাত হয়। এই ধারণার একটি ভাল লক্ষণ হচ্ছে ভাষা স্বয়ং, যাকে ঐতিহ্যশালী সংস্কৃত বৈয়াকরণিকগণ প্রকৃতির দৃশ্যমান বৈচিত্র্যের প্রতিফলন রূপে বর্ণনা করেন। ঋষি পানিনি কথিত আদর্শ সংস্কৃত ব্যাকরণে ক্রিয়া, অর্থাৎ

কর্মের প্রকাশকে বাক্যের অপরিহার্য মূল-কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা হয়েছে এবং অন্যান্য শব্দসমূহ এই ক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিতভাবে কার্য করে। উদাহরণ স্বরূপ, বিশেষ্যকে বাক্যের ক্রিয়ার সঙ্গে তাদের নির্দিষ্ট সম্পর্ক প্রদর্শনের জন্য যে কোন বিভিন্ন অবস্থায় স্থাপন করা হয়। ক্রিয়ার সঙ্গে বিশেষ্যের এই সম্পর্কসমূহকে বলা হয় কারক। প্রধানত সম্পর্কসমূহ হল কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান এবং অধিকরণ। এই সমস্ত কারক ছাড়াও বিশেষ্য কখনও কখনও অন্যান্য বিশেষ্যকেও সম্বন্ধসূচকভাবে উল্লেখ করতে পারে এবং স্থান কাল পাত্র ভেদে বিভিন্ন ধরনের সর্বনাম রয়েছে।

যদিও ভাষা এইভাবে সৃষ্টির প্রকাশে বহু বিভিন্ন বস্তুর কর্মকে নির্দেশ করে বলে মনে হয় কিন্তু গভীর সত্য হল এই যে, সমগ্র ব্যাকরণগত রূপই সর্বপ্রথমে পরমেশ্বর ভগবানকে উল্লেখ করে। এই শ্লোকে বিভিন্ন ব্যাকরণগত রূপে বসুদেব তাঁর মহান সন্তানদ্বয়ের মহিমাকীর্তন করে এই কথাটিই উল্লেখ করেছেন।

শ্লোক ৫

এতন্নানাবিধং বিশ্বমাত্মসৃষ্টমধোক্ষজ ।
আত্মনানুপ্রবিশ্যাত্মন্ প্রাণো জীবো বিভর্ষ্যজ ॥ ৫ ॥

এতৎ—এই; **নানা-বিধম্**—বিচিত্র; **বিশ্বম্**—বিশ্ব; **আত্ম**—আপনার থেকে; **সৃষ্টম্**—সৃষ্ট; **অধোক্ষজ**—হে চিন্ময় ভগবান; **আত্মনা**—আপনার প্রকাশে (পরমাত্মারূপে); **অনুপ্রবিশ্য**—প্রবেশ পূর্বক; **আত্মন্**—হে পরমাত্মা; **প্রাণঃ**—ক্রিয়াশক্তি; **জীবঃ**—এবং জ্ঞানশক্তি; **বিভর্ষি**—আপনি পালন করেন; **অজ**—হে জন্মরহিত।

অনুবাদ

হে অধোক্ষজ, আপনার থেকে আপনি এই সমগ্র বিচিত্র বিশ্বকে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আপনার পরমাত্মা স্বরূপে তার মধ্যে আপনি প্রবেশ করেছেন। হে জন্মরহিত পরমাত্মা, এইভাবে সকলের প্রাণ ও জ্ঞানরূপে আপনি সৃষ্টিকে পালন করছেন।

তাৎপর্য

এই জড় বিশ্ব সৃষ্টি করার সময় ভগবান নিজেকে পরমাত্মারূপে বিস্তার করলেন এবং সৃষ্টিকে তাঁর সর্বজনীন দেহরূপে গ্রহণ করলেন। জীবাত্মার উপভোগের আকাঙ্ক্ষা ব্যতীত কোন জড় দেহের অস্তিত্ব সম্ভব নয় এবং কোন জীবাত্মাই সেখানে তার সঙ্গে উপস্থিত পরমাত্মার পরিচালনা ব্যতীত স্বতন্ত্ররূপে একটি দেহ পোষণ করতে পারে না। বৈষ্ণব আচার্যগণ তাঁদের *শ্রীমদ্ভাগবত*, দ্বিতীয় স্কন্ধের

ভাষ্যে বর্ণনা করেছেন যে, এমন কি গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণুর নাভিপদ্ম থেকে ব্রহ্মা জন্মগ্রহণের পূর্বেই তিনি প্রথমে সমগ্র জড়া শক্তি অর্থাৎ মহৎ-তত্ত্বকে তাঁর দেহ রূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাই ব্রহ্মা জগৎ দ্বারা আবদ্ধ জীব এবং বিষ্ণু তাঁর সঙ্গ দানকারী পরমাত্মা। ব্রহ্মা অবশ্যই সৃষ্টির নির্দিষ্ট প্রকাশসমূহকে সংগঠিত করেছিলেন কিন্তু তিনি তা করতে সক্ষম হতেন না যতক্ষণ না ভগবান বিষ্ণু ক্রিয়ার সূক্ষ্ম শক্তিতে—যা হচ্ছে সূত্র-তত্ত্ব বা মূল প্রাণ এবং বুদ্ধি-তত্ত্ব অর্থাৎ সৃষ্টির জ্ঞান শক্তিতে নিজেকে পুনরায় বিস্তার করতেন।

শ্লোক ৬

প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্ দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্ ॥ ৬ ॥

প্রাণ—প্রাণ; **আদীনাম্**—ইত্যাদি; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **সৃজাম্**—সৃষ্ট পদার্থ; **শক্তয়ঃ**—শক্তিসমূহ; **যাঃ**—যা; **পরস্য**—ভগবানের; **তাঃ**—তারা; **পারতন্ত্র্যাৎ**—অধীন হওয়ার জন্য; **বৈসাদৃশ্যাৎ**—ভিন্ন হওয়ার জন্য; **দ্বয়োঃ**—উভয়ের (জড় জগতের চেতন ও অচেতন প্রকাশসমূহে); **চেষ্টা**—সক্রিয়তা; **এব**—কেবলমাত্র; **চেষ্টতাম্**—সেই সক্রিয় সত্তার (প্রধানত প্রাণ প্রভৃতি)।

অনুবাদ

প্রাণ ও বিশ্বসৃষ্টির অন্যান্য পদার্থসমূহ যে শক্তিই প্রদর্শন করুক না কেন প্রকৃতপক্ষে তা সকলই পরমেশ্বর ভগবানের নিজ শক্তি কারণ প্রাণ ও বস্তু উভয়ই তাঁর অধীন ও তাঁর উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পর হতে ভিন্নও। এইভাবে, জড়জগতে সক্রিয় সমস্ত কিছুই পরমেশ্বর ভগবান দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।

তাৎপর্য

জীবের সঞ্জীবনী প্রাণ বায়ু, যা আমাদের দ্বারা স্পর্শ করতে পারা সাধারণ বায়ুর চেয়েও আরও সূক্ষ্ম পদার্থ। আর যেহেতু প্রাণ হচ্ছে অত্যন্ত সূক্ষ্ম—সৃষ্টির অধিগম্য প্রকাশসমূহের চেয়েও সূক্ষ্মতর—তা কখনও কখনও সমস্ত কিছুর পরম উৎসরূপে বিবেচিত হয়। কিন্তু প্রাণের মতো সূক্ষ্ম শক্তিসমূহও তাদের কার্য ক্ষমতার জন্য পরমতম সূক্ষ্ম পরমাত্মার উপর নির্ভরশীল। *পারতন্ত্র্যাৎ* অর্থাৎ "নির্ভরশীলতার জন্য" কথাটির দ্বারা এখানে বসুদেব সেই ধারণাটি প্রকাশ করেছেন। ঠিক যেমন তীরের বেগ তীর নিক্ষেপকারী তীরন্দাজের শক্তি থেকে উদ্ভূত, তেমনি সকল অধীন শক্তিসমূহ ভগবানের শক্তির উপর নির্ভরশীল।

অধিকন্তু বিভিন্ন সূক্ষ্ম কারণসমূহ যখন তাদের ক্রিয়া করার ক্ষমতা দ্বারা শক্তি প্রদত্ত হয় তখনও তাঁরা পরমাত্মার সমন্বয়মূলক পরিচালনা ব্যতীত সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে

ক্রিয়া করতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধে তাঁর সৃষ্টির বর্ণনায় ব্রহ্মা যেমন বলছেন—

যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ ।
যদায়তননির্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥
তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ ॥

"হে শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিদ্ নারদ! এই সমস্ত সৃষ্ট অংশগুলি, যথা পঞ্চ মহাভূত, ইন্দ্রিয়সমূহ, মন এবং প্রকৃতির গুণগুলি যতক্ষণ পর্যন্ত না মিলিত হয়, ততক্ষণ শরীর সৃষ্টি সম্ভব হয় না। এইভাবে ভগবানের শক্তির দ্বারা এইগুলি একত্রিত হওয়ার ফলে সৃষ্টির মুখ্য এবং গৌণ কারণসমূহ স্বীকার করে এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকট হয়েছে।" (ভাগবত ২/৫/৩২-৩৩)

শ্লোক ৭

কান্তিস্তেজঃ প্রভা সত্তা চন্দ্রাগ্ন্যর্কর্ক্ষবিদ্যুতাম্ ।
যৎস্থৈর্যং ভূভৃতাং ভূমের্বৃত্তির্গন্ধোঽর্থতো ভবান্ ॥ ৭ ॥

কান্তিঃ—আকর্ষণীয় দীপ্তি; **তেজঃ**—তেজ; **প্রভা**—প্রভা; **সত্তা**—এবং সত্তা; **চন্দ্র**—চন্দ্রের; **অগ্নি**—অগ্নি; **অর্ক**—সূর্য; **ঋক্ষ**—নক্ষত্রসমূহের; **বিদ্যুতাম্**—এবং বিদ্যুত; **যৎ**—যা; **স্থৈর্যম্**—স্থায়িত্ব; **ভূ-ভৃতাম্**—পর্বতের; **ভূমেঃ**—ভূমির; **বৃত্তিঃ**—আধার শক্তি; **গন্ধঃ**—গন্ধ; **অর্থতঃ**—প্রকৃতপক্ষে; **ভবান্**—আপনি স্বয়ং।

অনুবাদ

চন্দ্রের দীপ্তি, অগ্নির তেজ, সূর্যের প্রভা, নক্ষত্রসমূহের ঝিকিমিকি, বিদ্যুতের ঝলকানি, পর্বতের স্থিরত্ব এবং ভূমির আধার শক্তি ও গন্ধ—এই সমস্ত কিছু প্রকৃতপক্ষে আপনি।

তাৎপর্য

তিনি সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ, বিদ্যুৎ ও অগ্নির সত্তা একথা কৃষ্ণকে বলার মধ্য দিয়ে শ্রীবসুদেব *শ্রুতি* ও *স্মৃতি* উভয়শাস্ত্রের অভিমতের পুনরাবৃত্তি করছেন মাত্র। যেমন *শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে* (৬/১৪) বলা হয়েছে—

ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকম্
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য
ভাসা সর্বমিদং বিভাতি ॥

"সেখানে (চিন্ময় আকাশে) সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্রসমূহ বা বিদ্যুৎ তাদেরকে আমরা যেভাবে জানি, তারা কেউই সেভাবে উজ্জ্বল নয়, সাধারণ অগ্নির আর কি কথা। চিন্ময় আকাশের অত্যুজ্জ্বল আলোর প্রতিফলন দ্বারা সেই সমস্ত কিছু আলো প্রদান করে এবং এইভাবে তার প্রভার মাধ্যমে সমগ্র জগৎ আলোকিত হয়।" আর *শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়* (১৫/১২) ভগবান বলছেন—

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্ ।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥

"সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি, যা এই সমগ্র জগতের অন্ধকার দূরীভূত করে, তা আমার থেকেই উৎসারিত। আর চন্দ্র ও অগ্নির উজ্জ্বল দীপ্তির উৎসও আমি।"

শ্লোক ৮

তর্পণং প্রাণনমপাং দেব ত্বং তাশ্চ তদ্রসঃ ।
ওজঃ সহো বলং চেষ্টা গতির্বায়োস্তবেশ্বর ॥ ৮ ॥

তর্পণম্—তৃপ্তিজনক শক্তি; **প্রাণনম্**—জীবনের প্রদাতা; **অপাম্**—জলের; **দেব**—হে ভগবান; **ত্বম্**—আপনি; **তাঃ**—(জল) স্বয়ং; **চ**—এবং; **তৎ**—তার (জলের); **রসঃ**—স্বাদ; **ওজঃ**—ওজ; **সহঃ**—মানসিক শক্তি; **বলম্**—দৈহিক শক্তি; **চেষ্টা**—চেষ্টা; **গতিঃ**—এবং গতি; **বায়োঃ**—বায়ুর; **তব**—আপনার; **ঈশ্বর**—হে পরমেশ্বর।

অনুবাদ

হে প্রভু, আপনি জল ও জলের স্বাদ এবং তৃষ্ণার তৃপ্তিজনক শক্তি ও জীবন প্রদাতা। আপনি বায়ুর ওজ, বল, চেষ্টা ও গতিরূপে প্রকাশিত হওয়ার মাধ্যমে নিজের শক্তিসমূহ প্রদর্শন করেন।

শ্লোক ৯

দিশাং ত্বমবকাশোঽসি দিশঃ খং স্ফোট আশ্রয়ঃ ।
নাদো বর্ণস্ত্বমোঙ্কার আকৃতীনাং পৃথক্কৃতিঃ ॥ ৯ ॥

দিশাম্—দিকসমূহের; **ত্বম্**—আপনি; **অবকাশঃ**—সমন্বয়-বিধানকারী শক্তি; **অসি**—হচ্ছেন; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **খম্**—আকাশ; **স্ফোটঃ**—শব্দতন্মাত্র; **আশ্রয়ঃ**—তদাশ্রয় (আকাশের); **নাদঃ**—নাদ; **বর্ণঃ**—বর্ণ; **ত্বম**—আপনি; **ওম-কারঃ**—ওঙ্কার; **আকৃতীনাম্**—নির্দিষ্ট রূপ সমূহের; **পৃথক্-কৃতিঃ**—পৃথকীভবনের কারণ (প্রধানত ভাষা প্রকাশ করা)।

অনুবাদ

আপনি দিকসমূহ ও তাদের সমন্বয়কারী শক্তি, সর্বব্যাপ্ত আকাশ ও তদাশ্রয় শব্দ-তন্মাত্র। আপনি আদি নাদ, বর্ণ, ওম এবং শ্রাব্য ভাষা যে শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ বাক্যরূপ প্রাপ্ত হয়।

তাৎপর্য

সৃষ্টির সাধারণ পন্থা অনুযায়ী বাক্‌শক্তি সর্বদা নিভৃত সূক্ষ্ম স্পন্দন থেকে বহিঃপ্রকাশের দিকে যাত্রা করে ক্রমে ক্রমে শ্রাব্য হয়ে ওঠে। *ঋগবেদের* (১/১৬৪/৪৫) মন্ত্রে এই সমস্ত ক্রমগুলির উল্লেখ করা হয়েছে—

চত্বারি বাক্‌পরিমিতা পদানি তাণি
বিদুর্ব্রাহ্মণা যে মণীষিণঃ ।
গুহায়াং ত্রীণি নিহিতানি নেঙ্গয়ন্তি
তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি ॥

"পার্থক্য নির্ণয়কারী ব্রাহ্মণগণ ভাষার চারটি ক্রমোন্নত স্তর সম্বন্ধে জানেন। এই স্তরসমূহের তিনটি হৃদয়ের অভ্যন্তরে অদৃশ্য বা অনির্ণীত স্পন্দনরূপে লুকায়িত থাকে আর চতুর্থ স্তরটিকে সাধারণভাবে মানুষ বাক্‌রূপে হৃদয়ঙ্গম করে।"

শ্লোক ১০

ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ ।
অববোধো ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী ॥ ১০ ॥

ইন্দ্রিয়ম্—বিষয় প্রকাশিকা শক্তি; **তু**—এবং; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **ত্বম্**—আপনি; **দেবাঃ**—দেবতাগণ (যাঁরা বিভিন্ন ইন্দ্রিয়সমূহকে পরিচালনা করেন); **চ**—এবং; **তৎ**—তাঁদের (দেবতাদের); **অনুগ্রহঃ**—অনুগ্রহ (যার দ্বারা কারোর ইন্দ্রিয়সমূহ কর্ম করতে পারে); **অববোধঃ**—মীমাংসা শক্তি; **ভবান্**—আপনি; **বুদ্ধেঃ**—বুদ্ধির; **জীবস্য**—জীবের; **অনুস্মৃতিঃ**—প্রতিসন্ধান শক্তি; **সতী**—যথার্থ।

অনুবাদ

আপনি ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় প্রকাশিকা শক্তি, তাদের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা এবং এই সকল দেবতাদের অধিষ্ঠান শক্তি। আপনি বুদ্ধির মীমাংসা শক্তি এবং জীবের যথার্থ প্রতিসন্ধান শক্তি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, যখনই জাগতিক ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে কোন একটি তার বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়, সেই নির্দিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহের অধিষ্ঠাতৃ

দেবতারা অবশ্যই তার অনুমোদন প্রদান করেন। আচার্য বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকের অনুস্যূত শব্দটিকে নিজেকে স্বয়ং নিত্য আত্মারূপে চিনে নেবার উচ্চতর চেতনার প্রেক্ষিতে বর্ণনা করছেন।

শ্লোক ১১

ভূতানামসি ভূতাদিরিন্দ্রিয়াণাং চ তৈজসঃ ।
বৈকারিকো বিকল্পানাং প্রধানমনুশায়িনম্ ॥ ১১ ॥

ভূতানাম্—প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের; **অসি**—আপনি হচ্ছেন; **ভূত-আদিঃ**—তাদের উৎস, তামসিক অহঙ্কার; **ইন্দ্রিয়াণাম্**—ইন্দ্রিয়সমূহের; **চ**—এবং; **তৈজসঃ**—রাজসিক অহঙ্কার; **বৈকারিকঃ**—সাত্ত্বিক অহঙ্কার; **বিকল্পানাম্**—স্রষ্টা দেবতাদের; **প্রধানম্**—অপ্রকাশিত সামগ্রিক জড়াশক্তি; **অনুশায়িনম্**—ভিত্তিস্বরূপ।

অনুবাদ

আপনি জড় উপাদান সমূহের কারণ স্বরূপ তামসিক অহঙ্কার; আপনি দেহজ ইন্দ্রিয়সমূহের কারণ-স্বরূপ রাজসিক অহঙ্কার; আপনি সকল দেবতাদের কারণস্বরূপ সাত্ত্বিক অহঙ্কার এবং আপনি সমস্ত কিছুর ভিত্তিস্বরূপ অপ্রকাশিত সামগ্রিক জড়াশক্তি।

শ্লোক ১২

নশ্বরেষ্বিহ ভাবেষু তদসি ত্বমনশ্বরম্ ।
যথা দ্রব্যবিকারেষু দ্রব্যমাত্রং নিরূপিতম্ ॥ ১২ ॥

নশ্বরেষু—বিনাশশীল; **ইহ**—এই জগতে; **ভাবেষু**—জীবদের মধ্যে; **তৎ**—সেই; **অসি**—হচ্ছেন; **ত্বম্**—আপনি; **অনশ্বরম্**—অবিনাশী; **যথা**—ঠিক যেমন; **দ্রব্য**—দ্রব্যের; **বিকারেষু**—রূপান্তর সমূহের মধ্যে; **দ্রব্য-মাত্রম্**—দ্রব্য স্বয়ং; **নিরূপিতম্**—নির্ণীত হয়।

অনুবাদ

মূল বস্তু থেকে প্রস্তুত রূপান্তরিত দ্রব্যের উপাদানসমূহ যেমন অপরিবর্তিত দৃশ্যমান হয়, তেমনই আপনিও এই জগতের সকল নশ্বর বস্তুর মধ্যে একমাত্র অবিনশ্বর সত্তা।

শ্লোক ১৩

সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া ॥ ১৩ ॥

সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ ইতি—সত্ত্ব, রজ, ও তম রূপে পরিচিত; **গুণাঃ**—জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ; **তৎ**—তাদের; **বৃত্তয়ঃ**—কার্যসমূহ; **চ**—এবং; **যাঃ**—যা; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **অদ্ধাঃ**—সাক্ষাৎ; **ব্রহ্মণি**—পরম ব্রহ্ম মধ্যে; **পরে**—পরম; **কল্পিতাঃ**—সুবিন্যস্ত; **যোগ-মায়য়া**—যোগমায়া দ্বারা (ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি যা তাঁর লীলাসমূহকে সহজতর করে)।

অনুবাদ

সত্ত্ব, রজ, তম নামক জড়া প্রকৃতির গুণসমূহ তাদের সামগ্রিক কার্যসমূহ সহ আপনার যোগমায়ার সুবিন্যস্ততা দ্বারা পরমব্রহ্মস্বরূপ আপনার মধ্যে সাক্ষাৎ প্রকাশিত।

তাৎপর্য

কিভাবে ভগবান নিজেকে জড়া প্রকৃতির তিনটি গুণের উৎপাদন রূপে নিজেকে বিস্তার করেন বসুদেবের এই বর্ণনাকে হয়ত ভুল বুঝে এই অর্থ প্রকাশ করা হতে পারে যে ভগবান গুণত্রয় দ্বারা স্পর্শিত হয়েছিলেন অথবা তিনিও বিনাশের বিষয়। এই ভুল বোঝাবুঝি দূর করার জন্য বসুদেব এখানে উল্লেখ করছেন যে, সেই তিনটি গুণ এবং তাদের উৎপাদনের ক্রিয়া ভগবানের সৃষ্টিশক্তি যোগমায়ার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই হয়ে থাকে, যে যোগমায়া সম্পূর্ণত তাঁর অধীন। তাই ভগবান কোন রকম জড় স্পর্শ দ্বারা কলঙ্কিত হন না।

শ্লোক ১৪

তস্মান্ন সন্ত্যমী ভাবা যর্হি ত্বয়ি বিকল্পিতাঃ ।
ত্বং চামীষু বিকারেষু হ্যন্যদাব্যাবহারিকঃ ॥ ১৪ ॥

তস্মাৎ—সুতরাং; **ন**—না; **সন্তি**—বিদ্যমান; **অমী**—এই সকল; **ভাবাঃ**—ভাবসমূহ; **যর্হি**—যখন; **ত্বয়ি**—আপনার মধ্যে; **বিকল্পিতঃ**—সুবিন্যস্ত হয়; **ত্বম্**—আপনি; **চ**—ও; **অমীষু**—এই সকল মধ্যে; **বিকারেষু**—সৃষ্ট বস্তু; **হি**—বস্তুত; **অন্যদা**—অন্য যে কোন সময়ে; **অব্যাবহারিকঃ**—অজড়।

অনুবাদ

এইভাবে এইসকল সৃষ্ট বস্তু, জড়াপ্রকৃতির রূপান্তর সমূহ, একমাত্র যখন জড়াপ্রকৃতি তাদেরকে আপনার মধ্যে প্রকাশ করে তখন ছাড়া বিদ্যমান থাকে না, সেই সময় আপনিও তাদের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেন। কিন্তু সৃষ্টির এরূপ একান্ত সময় ব্যতীত, আপনিই একমাত্র পরমার্থস্বরূপ রূপে বিরাজিত থাকেন।

তাৎপর্য

প্রলয়কালে যখন জগতের অবসান হয়, সকল জড় বস্তু ও জীব দেহ যা এযাবৎ ভগবানের মায়া দ্বারা প্রকাশিত হয়েছিল, তাঁর দৃষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। তখন,

যেহেতু জগৎ বিনাশের সময়ে তিনি আর তাদের সঙ্গদান করেন না, তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের আর অস্তিত্ব থাকে না। অন্যভাবে বলতে গেলে, জড় প্রকাশসমূহ তখনই প্রকৃত ক্রিয়াশীলরূপে বিদ্যমান থাকে যখন ভগবান সৃষ্টির দিকে দৃষ্টি দান করেন ও জড় ব্রহ্মাণ্ডকে পালন করেন। জাগতিক কোন চেতনা অনুযায়ীই ভগবান কখনও এইসকল বস্তুর "আভ্যন্তরীণ" নন কিন্তু তিনি অনুগ্রহপূর্বক তাদের সকলকে নির্বিশেষ ব্রহ্মরূপে পরিব্যাপ্ত করেন এবং পরমাত্মারূপে তিনি প্রতিটি অণুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে জীবাত্মাকে তাদের নিজ নিজ দেহে সঙ্গ দান করেন। যেমন ভগবান স্বয়ং *ভগবদ্গীতায়* (৯/৪-৫) বলেছেন—

ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥

"অব্যক্তরূপে আমি সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। সমস্ত জীব আমাতেই অবস্থিত, কিন্তু আমি তাতে অবস্থিত নই। যদিও সব কিছুই আমারই সৃষ্ট তবুও তারা আমাতে অবস্থিত নয়। আমার যোগৈশ্বর্য দর্শন কর। যদিও আমি সমস্ত জীবের ধারক এবং যদিও আমি সর্বব্যাপ্ত, তবুও আমি সমস্ত সৃষ্টির উৎস।"

শ্লোক ১৫

গুণপ্রবাহ এতস্মিন্নবুধাস্ত্বখিলাত্মনঃ ।
গতিং সূক্ষ্মামবোধেন সংসরন্তীহ কর্মভিঃ ॥ ১৫ ॥

গুণ—জড় গুণসমূহের; **প্রবাহে**—প্রবাহ মধ্যে; **এতস্মিন্**—এই; **অবুধাঃ**—যারা অজ্ঞ; **তু**—কিন্তু; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **আত্মনঃ**—আত্মার; **গতিম্**—গতি; **সূক্ষ্মাম্**—সূক্ষ্ম; **অবোধেন**—তাদের অজ্ঞতার জন্য; **সংসরন্তি**—তারা জন্ম-মৃত্যুর আর্বতে গমনাগমন করে; **ইহ**—এই জগতে; **কর্মভিঃ**—তাদের জড় কার্যকলাপ দ্বারা চালিত হয়ে।

অনুবাদ

এই জগতের জাগতিক গুণাবলীর অনবরত প্রবাহ মধ্যে আবদ্ধ হয়ে যারা আপনাকে, সমস্ত কিছুর পরমাত্মা, তাদের পরম শ্রেষ্ঠ গতিরূপে জানতে ব্যর্থ হয়, তারা প্রকৃতপক্ষে অজ্ঞ। তাদের অজ্ঞতার জন্য জাগতিক কর্মবন্ধন এরূপ আত্মাদের জন্ম-মৃত্যুর চক্রে ভ্রমণ করতে বাধ্য করে।

তাৎপর্য

যে আত্মা ভগবানের দাস রূপে তার প্রকৃত পরিচয় ভুলে যায়, তাকে জাগতিক দেহের মধ্যে বন্দী করে এই জগতে প্রেরণ করা হয়। নিজেকে ভুলভাবে এই দেহ মনে করে সেই বদ্ধ আত্মা কর্মের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফলাফলগত দুর্দশা ভোগ করে। একজন করুণাময় বৈষ্ণবরূপে বসুদেব, বদ্ধজীবের দুর্দশাভোগের জন্য অনুতাপ করছেন, অজ্ঞতার ফলরূপ যাদের দুঃখময়তা, ভগবান কৃষ্ণের প্রতি ভক্তিপূর্ণ সেবার সূত্রসমূহের জ্ঞান দ্বারা প্রতিকারযোগ্য।

শ্লোক ১৬

যদৃচ্ছয়া নৃতাং প্রাপ্য সুকল্পামিহ দুর্লভাম্ ।
স্বার্থে প্রমত্তস্য বয়ো গতং ত্বন্মায়য়েশ্বর ॥ ১৬ ॥

যদৃচ্ছয়া—যেভাবেই হোক; **নৃতাম্**—মনুষ্যত্ব; **প্রাপ্য**—লাভ করে; **সু-কল্পাম্**—উপযুক্ত; **ইহ**—এই জীবনে; **দুর্লভাম্**—দুর্লভ; **স্ব**—তার আপন; **অর্থে**—কল্যাণ সম্বন্ধে; **প্রমত্তস্য**—যে বিভ্রান্ত; **বয়ঃ**—জীবনের আয়ু; **গতম্**—অতিবাহিত হয়েছে; **ত্বৎ**—আপনার; **মায়য়া**—মায়াশক্তি দ্বারা; **ঈশ্বর**—হে ভগবান।

অনুবাদ

সৌভাগ্যক্রমে আত্মা এক সুস্থ মানব জীবন প্রাপ্ত হবার দুর্লভ সুযোগ প্রাপ্ত হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তার পক্ষে কোনটি শ্রেয় সেই বিষয়ে যদি সে বিভ্রান্ত হয়, হে ভগবান, আপনার মোহিনী মায়া তার সমগ্র জীবন নষ্ট করার জন্য তাকে প্রভাবিত করবে।

শ্লোক ১৭

অসাবহং মমৈবৈতে দেহে চাস্যান্বয়াদিষু ।
স্নেহপাশৈর্নিবধ্নাতি ভবান্ সর্বমিদং জগৎ ॥ ১৭ ॥

অসৌ—এই; **অহম্**—আমি; **মম**—আমার; **এব**—বস্তুত; **এতে**—এই সকল; **দেহে**—দেহে; **চ**—এবং; **অস্য**—এর; **অন্বয়-আদিষু**—সন্তান ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে; **স্নেহ**—স্নেহের; **পাশৈঃ**—রজ্জু দ্বারা; **নিবধ্নাতি**—আবদ্ধ করেন; **ভবান্**—আপনি; **সর্বম্**—সকল; **ইদম্**—এই; **জগৎ**—জগৎ।

অনুবাদ

আপনি এই সমগ্র জগতকে স্নেহ রজ্জু দ্বারা বন্ধন করেন আর মানুষ যখন তাদের জড় দেহ বিষয়ে বিবেচনা করে, তারা মনে করে যে "এই আমি" এবং যখন

তারা তাদের সন্তান ও অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়ে বিবেচনা করে তারা মনে করে "এই সকলই আমার"।

শ্লোক ১৮

যুবাং ন নঃ সুতৌ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বরৌ ।
ভূভারক্ষত্রক্ষপণ অবতীর্ণৌ তথাত্থ হ ॥ ১৮ ॥

যুবাম্—আপনারা দুজনে; **ন**—নন; **নঃ**—আমাদের; **সুতৌ**—পুত্র; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **প্রধান-পুরুষ**—প্রকৃতি ও তার স্রষ্টার (মহাবিষ্ণু); **ঈশ্বরৌ**—পরম নিয়ন্তা; **ভূ**—পৃথিবীর; **ভার**—ভার; **ক্ষত্র**—রাজা; **ক্ষপণে**—বিনাশের জন্য; **অবতীর্ণৌ**—অবতরণ করেছেন; **তথা**—এরূপ; **আত্থ**—আপনি বলেছিলেন; **হ**—বস্তুত।

অনুবাদ

আপনারা দুইজন বস্তুত আমাদের পুত্র নন, পরন্তু ভূভারভূত ক্ষত্রিয়দের বিনাশার্থ আপনারা প্রকৃতি পুরুষের ঈশ্বর হয়েও মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন, যা আপনি জন্মসময়ে বলেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে এই শ্লোকে তাঁর পত্নীসহ বসুদেব স্বয়ং জড়ভাবে বিভ্রান্ততার এক চমৎকার উদাহরণ প্রদান করেছেন। যদিও কংসের কারাগারে তাঁর জন্মের সময়ে ভগবান কৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীকে বলেছিলেন যে, অবাঞ্ছিত ক্ষত্রিয়দের থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করাই তাঁর জন্মের উদ্দেশ্য তবুও তাঁর দুই পিতা-মাতা তাঁকে রাজা কংসের কবল থেকে সুরক্ষার প্রয়োজনে তাদের অসহায় পুত্র ছাড়া কিছু ভাবতে পারেন নি। প্রকৃতপক্ষে, বসুদেব ও দেবকী উভয়ে অবশ্যই ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তির নির্দেশনায় ভগবানের জন্মের দিব্য লীলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। কেবলমাত্র পারমার্থিক বিনম্রতাবশত বসুদেব এইভাবে নিজের সমালোচনা করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

তৎ তে গতোঽস্ম্যরণমদ্য পদারবিন্দ-
মাপন্নসংসৃতিভয়াপহমার্তবন্ধো ।
এতাবতালমলমিন্দ্রিয়লালসেন
মর্ত্যাত্মদৃক ত্বয়ি পরে যদপত্যবুদ্ধিঃ ॥ ১৯ ॥

তৎ—অতএব; **তে**—আপনার; **গতঃ**—আগমন করেছি; **অস্মি**—আমি; **অরণম্**—আশ্রয়ের জন্য; **অদ্য**—আজ; **পদ-অরবিন্দম্**—পাদপদ্মদ্বয়ে; **আপন্ন**—শরণাগতজনের; **সংসৃতি**—জাগতিক বন্ধনের; **ভয়**—ভয়; **অপহম্**—হরণকারী; **আর্ত**—দীনজনের; **বন্ধো**—হে বন্ধু; **এতাবতা**—এ পর্যন্ত; **অলম্ অলম্**—যথেষ্ট, যথেষ্ট; **ইন্দ্রিয়**—ইন্দ্রিয় উপভোগের জন্য; **লালসেন**—লালায়িত হয়ে; **মর্ত্য**—মনুষ্য রূপে (জড় শরীর); **আত্ম**—আমি; **দৃক্**—দর্শন করেছি; **ত্বয়ি**—আপনাকে; **পরে**—পরম; **যৎ**—যে (লালসার) জন্য; **অপত্য**—পুত্র; **বুদ্ধিঃ**—মানসিকতা।

অনুবাদ

অতএব, হে দীনবন্ধু, এখন আমি আপনার পাদপদ্মের শরণাগত হয়েছি—যে পাদপদ্ম সকল শরণাগতজনের সংসারভয় দূরীভূত করে। যথেষ্ট ইন্দ্রিয় উপভোগের লালসা, যা আমাকে এই মর্ত্যশরীরে আত্মবুদ্ধিযুক্ত করেছে। তাই হে ভগবান, আপনাকে আমার পুত্র বলে মনে করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী মত প্রকাশ করছেন যে, বসুদেব নিজেকে এখানে দোষারোপ করছেন, কারণ তিনি ভগবানের পিতা হওয়ার জন্য বিশেষ ঐশ্বর্য লাভ করার চেষ্টার চিন্তা করেছিলেন। এইভাবে বসুদেব, ব্রজরাজ নন্দ, যিনি ভগবানের শুদ্ধ-প্রেম ব্যতীত অন্য কোন কিছুতেই সন্তুষ্ট ছিলেন না, তাঁর বিপরীতে নিজেকে স্থাপন করেছিলেন।

শ্লোক ২০

সূতীগৃহে ননু জগাদ ভবানজো নৌ
সংজজ্ঞ ইত্যনুযুগং নিজধর্মগুপ্ত্যৈ ।
নানাতনূর্গগনবদ্বিদধজ্জহাসি
কো বেদ ভূম্ন উরুগায় বিভূতিমায়াম্ ॥ ২০ ॥

সূতী-গৃহে—সূতিকাগৃহে; **ননু**—বস্তুত; **জগাদ**—বলেছিলেন; **ভবান্**—আপনি; **অজ**—জন্মরহিত ভগবান; **নৌ**—আমাদের কাছে; **সংজজ্ঞে**—আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন; **ইতি**—এইভাবে; **অনু-যুগম্**—যুগে যুগে; **নিজ**—নিজ; **ধর্ম**—ধর্ম; **গুপ্তৈ**—রক্ষার জন্য; **নানা**—নানা; **তনূঃ**—দিব্য দেহ; **গগন-বৎ**—মেঘের মতো; **বিদধৎ**—ধারণ পূর্বক; **জহাসি**—আপনি প্রকাশ করেন; **কঃ**—যিনি; **বেদ**—হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন; **ভূম্নঃ**—সর্ব-ব্যাপ্ত ভগবান; **উরু-গায়**—হে পরমবন্দিত; **বিভূতি**—বিভূতি; **মায়াম্**—অতীন্দ্রিয় মোহিনী শক্তি।

অনুবাদ

প্রকৃতপক্ষে সূতিকাগৃহে অবস্থানের সময়ে আপনি আমাদের বলেছিলেন যে, আপনি জন্মরহিত ভগবান, পূর্ববর্তী যুগেও কয়েকবার আমাদের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। আপনার নিজ ধর্ম রক্ষার্থে এই সকল দিব্য দেহসমূহ প্রকাশের পর আপনি তাদের অন্তর্হিত করেন, এইভাবে আপনি মেঘের মতো প্রকাশিত ও অন্তর্হিত হন। হে পরম-বন্দিত সর্বব্যাপ্ত ভগবান, আপনার ঐশ্বর্যময় বিস্তারের অতীন্দ্রিয় মোহিনী-শক্তিকে কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে?

তাৎপর্য

ভগবান কৃষ্ণ সুতপা ও পৃষ্ণীরূপে বসুদেব ও দেবকীর পূর্ববর্তী জীবনে তাদের কাছে প্রথম জন্মগ্রহণ করেছিলেন। পরে তাঁরা পুনরায় কশ্যপ ও অদিতিরূপে ভগবানের পিতামাতা হয়েছিলেন. এখন অতঃপর তৃতীয়বারের জন্য তিনি তাঁদের পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

শ্লোক ২১

শ্রীশুক উবাচ

আকর্ণ্যেত্থং পিতুর্বাক্যং ভগবান্ সাত্বতর্ষভঃ ।
প্রত্যাহ প্রশ্রয়ানম্রঃ প্রহসন্ শ্লক্ষ্ণয়া গিরা ॥ ২১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **ইত্থম্**—এইভাবে; **পিতুঃ**—তাঁর পিতার; **বাক্যম্**—উক্তি; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বত-ঋষভঃ**—যদুশ্রেষ্ঠ; **প্রত্যাহ**—উত্তর প্রদান করলেন; **প্রশ্রয়**—বিনয়ের সঙ্গে; **আনম্রঃ**—অবনত করে (তার মস্তক); **প্রহসন্**—উদার হাস্যে; **শ্লক্ষ্ণয়া**—শান্ত; **গিরা**—কণ্ঠে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—তাঁর পিতার কথা শ্রবণ করে সাত্বত শ্রেষ্ঠ ভগবান বিনয়ের সঙ্গে তাঁর মস্তক অবনত করে এবং শান্ত কণ্ঠে হাস্য সহকারে প্রত্যুত্তরে বললেন।

তাৎপর্য

তাঁর পিতার বন্দনা শ্রবণ করার পর শ্রীকৃষ্ণ কি ভেবেছিলেন শ্রীল জীব গোস্বামী তা বর্ণনা করছেন—"বসুদেব আমার নিত্য পিতার ভূমিকায় সম্মানিত হয়েছেন যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা ব্রহ্মার মতো দেবতাও করতে পারে না। তাই তাঁর আমার ভগবৎ বিষয়ের ভাবনায় মগ্ন হওয়া উচিত নয়। অধিকন্তু, তাঁর শ্রদ্ধা আমাকে মহা অস্বস্তিতে ফেলেছে। এই অবস্থাটি পরিহার করার উদ্দেশ্যে, কংস বধের পর আমার

আর বলরামের জন্য তাদের শুদ্ধ বাৎসল্যের শক্তিবৃদ্ধির এক বিশেষ প্রয়াস আমি করেছিলাম। কিন্তু এখন, দুর্ভাগ্যক্রমে এই সকল ঋষিদের উক্তি আমার ভগবত্তা বিষয়ে বসুদেব ও দেবকীর পূর্বতন সচেতনতা পুনর্জাগরিত করছে।"

শ্লোক ২২

শ্রীভগবানুবাচ

বচো বঃ সমবেতার্থং তাতৈতদুপমন্মহে ।
যন্নঃ পুত্রান্ সমুদ্দিশ্য তত্ত্বগ্রাম উদাহৃতঃ ॥ ২২ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **বচঃ**—কথা; **বঃ**—আপনার; **সমবেত**—যথার্থ; **অর্থম্**—অর্থ; **তাত**—হে পিতা; **এতৎ**—এই সকল; **উপমন্মহে**—আমি মনে করি; **যৎ**—যেহেতু; **নঃ**—আমাদের; **পুত্রান্**—আপনার পুত্র; **সমুদ্দিশ্য**—উদ্দেশ্য করে; **তত্ত্ব**—তত্ত্বসমূহ; **গ্রামঃ**—সামগ্রিক; **উদাহৃতঃ**—সম্যগরূপে নিরূপিত।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—হে পিতা, যেহেতু আপনি আপনার পুত্র, আমাদের উদ্দেশ্যে এই তত্ত্বসমূহ বর্ণনা করেছেন তাই আপনার বক্তব্যকে আমি যথার্থ বলে মনে করি।

তাৎপর্য

যেন বসুদেবের বাধ্য ছেলে, এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতার আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধক নির্দেশাবলীর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন।

শ্লোক ২৩

অহং যূয়মসাবার্য ইমে চ দ্বারকৌকসঃ ।
সর্বেঽপ্যেবং যদুশ্রেষ্ঠ বিমৃগ্যাঃ সচরাচরম্ ॥ ২৩ ॥

অহম্—আমি; **যূয়ম্**—আপনি; **অসৌ**—তিনি; **আর্যঃ**—আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা (বলরাম); **ইমে**—এইসকল; **চ**—এবং; **দ্বারকা-ওকসঃ**—দ্বারকাবাসীগণ; **সর্বে**—সকলে; **অপি**—ও; **এবম্**—এই একই ভাবে; **যদু-শ্রেষ্ঠ**—হে যদু-শ্রেষ্ঠ; **বিমৃগ্যাঃ**—বিবেচ্য; **স**—সহ; **চর**—সচল; **অচরম্**—এবং অচল।

অনুবাদ

হে যদুশ্রেষ্ঠ, কেবলমাত্র আমি নই, কিন্তু আমার শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা ও এই সকল দ্বারকাবাসীগণ সহ আপনিও এই একই দর্শনের আলোকে বিবেচ্য। প্রকৃতপক্ষে, সচল অচল উভয়রূপ যা কিছু বর্তমান সমস্ত কিছুকেই যুক্ত করা উচিত।

তাৎপর্য

তাঁর সঙ্গে তাঁর পিতা মাতার অন্তরঙ্গ সম্পর্ক সুরক্ষিত করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতা বসুদেবের প্রতি করা এই উক্তিতে সকল অস্তিত্বের একত্বের উপর জোর দিয়েছেন। কুরুক্ষেত্রে সমবেত ঋষিগণের কাছে শ্রবণ করে বসুদেব তাঁর পুত্রের পরমতা স্মরণ করছিলেন। কিন্তু তাঁর সম্ভ্রম জ্ঞান কৃষ্ণের প্রতি তাঁর অন্তরঙ্গ বাৎসল্য সম্পর্কটি নষ্ট করছিল আর তাই কৃষ্ণ সেটি দূর করতে চাইছিলেন।

এখানে শ্রীকৃষ্ণ কথিত একত্বকে আমাদের ভুল বোঝা উচিত নয়। *উপনিষদের* নিগূঢ় শব্দাবলী প্রায়ই নির্বিশেষবাদীদের এটা বিশ্বাস করতে বিপথে চালিত করে যে চরমে বৈচিত্র্যহীনরূপে সমস্ত অস্তিত্বই অবর্ণনীয়ভাবে এক। *উপনিষদের* কোন কোন মন্ত্র ভগবান ও তাঁর সৃষ্টির অবিভিন্নতার উপর জোর দেয় আর অন্যেরা তাদের বিভিন্নতা সম্বন্ধে কথা বলে। *তৎ ত্বম অসি শ্বেতকেতু* ("আপনিই সেই, হে শ্বেতকেতু"), উদাহরণ স্বরূপ এই কথাটি হচ্ছে একটি *অভেদ-বাক্য*। একটি মন্ত্র যা নিশ্চিত করছে যে তার অধীন প্রকাশ হওয়ায় সমস্ত কিছুই ভগবানের সঙ্গে এক। কিন্তু উপনিষদে বহু *ভেদ-বাক্যও* রয়েছে যে বক্তব্যগুলিতে ভগবানের অনবদ্য, বৈশিষ্ট্যসূচক গুণাবলীর সমর্থন রয়েছে, যেমন এই বক্তব্যটি—*ক এবান্যাৎ কঃ প্রান্যাৎ যদ্য এষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ এবানন্দয়তি* অর্থাৎ "এই অক্ষয় ভগবান যদি না মূল উপভোগকারী হন তাহলে আর কে সৃষ্টিকে ক্রিয়াশীল করবে এবং সকল জীবকে প্রাণ দান করবে? প্রকৃতপক্ষে তিনিই একমাত্র সকল আনন্দের উৎস" (তৈত্তিরীয় উপনিষদ ২/৭/১)। ভগবানের মোহিনী মায়ার প্রভাবে ঈর্ষাপরায়ণ নির্বিশেষবাদীরা পুথিগতভাবে অভেদবাক্য সমূহ পাঠ করে এবং আলঙ্কারিকভাবে ভেদবাক্যসমূহ মাত্র গ্রহণ করে। অপরপক্ষে, তত্ত্ববেত্তা বৈষ্ণব ভাষ্যকারগণ যত্নসহকারে বৈদিক মীমাংসার ব্যাখ্যার সূত্র অনুসারে আপাত বিরোধগুলির সমন্বয়সাধন করেন এবং যুক্তিযুক্তভাবে বেদান্তের সিদ্ধান্ত স্থাপন করেন।

শ্লোক ২৪

আত্মা হ্যেকঃ স্বয়ংজ্যোতির্নিত্যোঽন্যো নির্গুণো গুণৈঃ ।
আত্মসৃষ্টৈস্তৎকৃতেষু ভূতেষু বহুধেয়তে ॥ ২৪ ॥

আত্মা—পরমাত্মা; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **একঃ**—এক; **স্বয়ম্-জ্যোতিঃ**—স্বপ্রকাশ; **নিত্যঃ**—নিত্য; **অন্যঃ**—স্বতন্ত্র (জড়া শক্তি থেকে); **নির্গুণঃ**—প্রাকৃতগুণাবলী শূন্য; **গুণৈঃ**—গুণসমূহ দ্বারা; **আত্ম**—নিজ; **সৃষ্টৈঃ**—সৃষ্ট; **তৎ**—তাদের; **কৃতেষু**—কৃত; **ভূতেষু**—জীবদেহ; **বহুধা**—অনেকরূপে; **ঈয়তে**—তা প্রতীয়মান হয়।

অনুবাদ

পরমাত্মা প্রকৃতপক্ষে এক। তিনি স্বপ্রকাশ, নিত্য, চিন্ময় এবং জড়গুণাবলীশূন্য। কিন্তু তার সৃষ্ট সেই গুণাবলীর মাধ্যমে পরমব্রহ্ম সেই সকল গুণাবলীর প্রকাশের মধ্যে বহুরূপে প্রকাশিত হন।

শ্লোক ২৫

খং বায়ুর্জ্যোতিরাপো ভূস্তৎকৃতেষু যথাশয়ম্ ।
আবিস্তিরোঽল্পভূর্যেকো নানাত্বং যাত্যসাবপি ॥ ২৫ ॥

খম্—আকাশ; **বায়ুঃ**—বায়ু; **জ্যোতিঃ**—অগ্নি; **আপঃ**—জল; **ভূঃ**—মাটি; **তৎ**—তাদের; **কৃতেষু**—উৎপাদনে; **যথা-আশয়ম্**—নির্দিষ্ট অবস্থান অনুসারে; **আবিঃ**—আবির্ভাব; **তিরঃ**—তিরোভাব; **অল্প**—অল্প; **ভূরি**—বৃহৎ; **একঃ**—এক; **নানাত্বম্**—নানাত্ব; **যাতি**—ধারণ করেন; **অসৌ**—তিনি; **অপি**—ও।

অনুবাদ

আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও মাটির পদার্থসমূহ যেমন তাদের বিভিন্ন বস্তুতে প্রকাশ অনুসারে দৃশ্যমান, অদৃশ্যমান, ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ হয়, তেমনই পরমাত্মা যদিও এক, বহুরূপে প্রতীয়মান হন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর এই শ্লোকটি এবং পূর্ববর্তী শ্লোকটিকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—এক পরমাত্মা স্বয়ং তাঁর সৃষ্ট প্রকৃতির গুণাবলীর প্রভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়। সেটি কিভাবে? যদিও প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মা হচ্ছেন স্বপ্রকাশ, নিত্য, সম্পর্কশূন্য এবং প্রাকৃতগুণশূন্য, কিন্তু তিনি যখন তাঁর প্রকাশ সমূহে আবির্ভূত হন তাঁকে ঠিক বিপরীতরূপে মনে হয়—প্রকৃতির গুণাবলী দ্বারা পরিপূর্ণ অনিত্য বস্তুর এক সংখ্যাধিক্যতা। ঠিক যেমন আকাশ প্রভৃতির উপাদানসমূহ ঘট পটাদিতে প্রকাশিত হওয়ার সময় যেন আবির্ভাব ও তিরোভাব প্রাপ্ত হয়, তেমনি পরমাত্মাও যেন তাঁর বিভিন্ন প্রকাশে আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হন।

শ্লোক ২৬

শ্রীশুক উবাচ

এবং ভগবতা রাজন্ বসুদেব উদাহৃতঃ ।
শ্রুত্বা বিনষ্টনানাধীস্তূষ্ণীং প্রীতমনা অভূৎ ॥ ২৬ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **এবম্**—এইভাবে; **ভগবতা**—ভগবান দ্বারা; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **বসুদেবঃ**—বসুদেব; **উদাহৃতঃ**—কথিত;

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; বিনষ্ট—বিনষ্ট; নানা—ভেদমূলক; ধীঃ—তার বুদ্ধি; তূষ্ণীম্—নীরব; প্রীত—সন্তুষ্ট; মনাঃ—তাঁর হৃদয়ে; অভূৎ—তিনি ছিলেন।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন, তাঁকে কথিত ভগবানের এই সকল নির্দেশসমূহ শ্রবণ করে বসুদেব ভেদবুদ্ধির সকল ধারণা থেকে মুক্ত হলেন। সন্তুষ্ট হৃদয়ে তিনি নীরব থাকলেন।

শ্লোক ২৭-২৮

অথ তত্র কুরুশ্রেষ্ঠ দেবকী সর্বদেবতা ।
শ্রুত্বানীতং গুরোঃ পুত্রমাত্মজাভ্যাং সুবিস্মিতা ॥ ২৭ ॥
কৃষ্ণরামৌ সমাশ্রাব্য পুত্রান্ কংসবিহিংসিতান্ ।
স্মরন্তী কৃপণং প্রাহ বৈক্লব্যাদশ্রুলোচনা ॥ ২৮ ॥

অথ—অতঃপর; তত্র—সেই স্থানে; কুরু-শ্রেষ্ঠ—হে কুরুশ্রেষ্ঠ; দেবকী—মাতা দেবকী; সর্ব—সকলের; দেবতা—পরম পূজনীয় দেবী; শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; নীতম্—পুনরানয়ন; গুরোঃ—তাদের গুরুদেবের; পুত্রম্—পুত্র; আত্মজাভ্যাম্—তাঁর দুই পুত্র দ্বারা; সু—অত্যন্ত; বিস্মিতা—বিস্মিতা; কৃষ্ণ-রামৌ—কৃষ্ণ ও বলরাম; সমাশ্রাব্য—স্পষ্টভাবে সম্বোধনপূর্বক; পুত্রান্—তার পুত্রগণকে; কংস-বিহিংসিতান্—কংস দ্বারা নিহত; স্মরন্তি—স্মরণপূর্বক; কৃপণম্—দুঃখপূর্ণভাবে; প্রাহ—তিনি বললেন; বৈক্লব্যাৎ—তাঁর বিক্ষিপ্ত অবস্থার জন্য; অশ্রু—অশ্রু (পূর্ণ); লোচন—তাঁর নয়নদ্বয়।

অনুবাদ

হে কুরুশ্রেষ্ঠ, সেই সময় সর্বজন পূজনীয়া দেবকী তাঁর দুই পুত্র কৃষ্ণ-বলরামের উদ্দেশ্যে বলবার সুযোগ গ্রহণ করলেন। তিনি ইতিপূর্বে বিস্মিত হয়ে শুনেছিলেন যে তাঁরা তাঁদের গুরুদেবের পুত্রকে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। এখন কংস দ্বারা নিহত নিজ পুত্রদের কথা স্মরণ করে তিনি অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলেন, আর তাই অশ্রুপূর্ণ নয়নে তিনি কৃষ্ণ-বলরামের প্রতি সনির্বন্ধ প্রার্থনা জ্ঞাপন করলেন।

তাৎপর্য

কৃষ্ণের প্রতি বসুদেবের প্রেম বিস্মিত হয়েছিল কারণ তাঁর কৃষ্ণের ঐশ্বর্যের সচেতনতা ও কৃষ্ণকে তাঁর পুত্ররূপে মনে করা ছিল পরস্পর বিরোধী। একটু ভিন্নভাবে দেবকীর প্রেম, তাঁর মৃত পুত্রদের জন্য শোক দ্বারা কিছুটা বিক্ষিপ্ত ছিল। তাই

কৃষ্ণ, তিনি ছাড়া অন্য যে কেউই তার পুত্র ছিলেন দেবকীর এই ভুল ধারণাকে দূর করার আয়োজন করলেন। যেহেতু দেবকী সকল মহাত্মা দ্বারা পূজিতা, তাই তার জাগতিক স্নেহের প্রদর্শন প্রকৃতপক্ষে ভগবানের লীলার আনন্দ বর্ধক তাঁর যোগমায়ার আরোপিত প্রভাব মাত্র। তাই ৫৪ শ্লোকে দেবকীকে *মোহিত মায়য়া বিষ্ণোঃ* অর্থাৎ "ভগবান বিষ্ণুর অন্তরঙ্গা শক্তি দ্বারা মোহিত" রূপে বর্ণনা করা হবে।

শ্লোক ২৯

শ্রীদেবক্যুবাচ

রাম রামাপ্রমেয়াত্মন্ কৃষ্ণ যোগেশ্বরেশ্বর ।
বেদাহং বাং বিশ্বসৃজামীশ্বরাবাদিপুরুষৌ ॥ ২৯ ॥

শ্রীদেবকী উবাচ—শ্রীদেবকী বললেন; **রাম রাম**—হে রাম, রাম; **অপ্রমেয়-আত্মন্**—হে অপ্রমেয় পরমাত্মা; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগেশ্বরদের; **ঈশ্বর**—হে ঈশ্বর; **বেদ**—অবগত; **অহম্**—আমি; **বাম্**—আপনাদের উভয়কে; **বিশ্ব**—জগতের; **সৃজাম্**—স্রষ্টাদের; **ঈশ্বরৌ**—ঈশ্বর; **আদি**—আদি; **পুরুষৌ**—দুই পুরুষোত্তম।

অনুবাদ

শ্রীদেবকী বললেন—হে রাম, রাম, অপ্রমেয় পরমাত্মা! হে কৃষ্ণ, সকল যোগেশ্বরদের ঈশ্বর! আমি জানি যে আপনিই হচ্ছেন সকল জগৎ স্রষ্টার পরম নিয়ন্তা, আদি পুরুষোত্তম।

শ্লোক ৩০

কালবিধ্বস্তসত্ত্বানাং রাজামুচ্ছাস্ত্রবর্তিনাম্ ।
ভূমের্ভারায়মাণানামবতীর্ণৌ কিলাদ্য মে ॥ ৩০ ॥

কাল—কাল দ্বারা; **বিধ্বস্ত**—বিধ্বস্ত; **সত্ত্বানাম্**—সত্ত্বগুণ; **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের (হত্যার) জন্য; **উৎ-শাস্ত্র**—শাস্ত্রবিধির পরিধির বাইরে; **বর্তিনাম্**—যিনি কর্ম করেন; **ভূমেঃ**—ভূমির; **ভারায়মাণানাম্**—ভার হয়ে ওঠা; **অবতীর্ণৌ**—(আপনারা উভয়ে) অবতীর্ণ হয়েছেন; **কিল**—বস্তুত; **অদ্য**—এখন; **মে**—আমাতে।

অনুবাদ

কালের প্রভাবে সত্ত্বগুণাবলী বিনষ্ট ও এইভাবে শাস্ত্রের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে পৃথিবীর ভার হয়ে ওঠা রাজাদের হত্যার জন্য আপনারা এখন আমার কাছ থেকে এই জগতে অবতীর্ণ হয়েছেন।

শ্লোক ৩১

যস্যাংশাংশাংশভাগেন বিশ্বোৎপত্তিলয়োদয়াঃ ।
ভবন্তি কিল বিশ্বাত্মংস্তং ত্বাদ্যাহং গতিং গতা ॥ ৩১ ॥

যস্য—যার; **অংশ**—অংশের; **অংশ**—অংশের; **অংশ**—অংশের; **ভাগেন**—এক ভাগ দ্বারা; **বিশ্ব**—বিশ্বের; **উৎপত্তি**—উৎপত্তি; **লয়**—লয়; **উদয়াঃ**—এবং সমৃদ্ধি; **ভবন্তি**—উদিত হয়; **কিল**—বস্তুত; **বিশ্ব-আত্মন্**—হে নিখিল অন্তর্যামি; **তৎ**—তাঁকে; **ত্বা**—আপনি; **অদ্য**—আজ; **অহম্**—আমি; **গতিম্**—আশ্রয়ের জন্য; **গতা**—আগমন করেছি।

অনুবাদ

হে বিশ্ব আত্মন, জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সকলই আপনার অংশেরও অংশের অংশপ্রকাশ দ্বারা সম্পাদিত হয়। হে ভগবান, আজ আমি আপনার শরণাগত হলাম।

তাৎপর্য

এই শ্লোকটিকে শ্রীধর স্বামী এইভাবে বর্ণনা করছেন—বৈকুণ্ঠের অধিপতি নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের এক প্রকাশ। প্রথম স্রষ্টা মহাবিষ্ণু শ্রীনারায়ণের প্রকাশ। সমগ্র জড়া শক্তি মহাবিষ্ণুর দৃষ্টি থেকে উৎসারিত হয় এবং সেই সামগ্রিক জড়াশক্তির বিভাজিত অংশসমূহ প্রকৃতির তিনটি গুণ। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণই তাঁর অংশসমূহের মাধ্যমে জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় সম্পাদন করছেন।

শ্লোক ৩২-৩৩

চিরান্মৃতসুতাদানে গুরুণা কিল চোদিতৌ ।
আনিন্যথুঃ পিতৃস্থানাদ্ গুরবে গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ৩২ ॥
তথা মে কুরুতং কামং যুবাং যোগেশ্বরেশ্বরৌ ।
ভোজরাজহতান্ পুত্রান্ কাময়ে দ্রষ্টুমাহৃতান্ ॥ ৩৩ ॥

চিরাৎ—দীর্ঘকাল পূর্বে; **মৃত**—মৃত; **সুত**—পুত্র; **আদানে**—ফিরিয়ে আনার জন্য; **গুরুণা**—আপনাদের গুরুদেব দ্বারা; **কিল**—শোনা যায় যে; **চোদিতৌ**—নির্দেশিত হয়ে; **আনিন্যথুঃ**—আপনারা তাকে আনয়ন করেছিলেন; **পিতৃ**—পিতৃপুরুষদের; **স্থানাৎ**—স্থান হতে; **গুরবে**—আপনাদের গুরুদেবের কাছে; **গুরু-দক্ষিণাম্**—গুরুদক্ষিণা; **তথা**—তেমনিভাবে; **মে**—আমার; **কুরুতম্**—দয়া করে পূর্ণ করুন; **কামম্**—আকাঙ্ক্ষা; **যুবাম্**—আপনারা দুজন; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগের ঈশ্বরদের; **ঈশ্বরৌ**—হে ঈশ্বর; **ভোজ-রাজ**—ভোজ-রাজ (কংস) দ্বারা; **হতান্**—নিহত; **পুত্রান্**—আমার পুত্রদেরকে; **কাময়ে**—আমি ইচ্ছা করি; **দ্রষ্টুম্**—দর্শন করতে; **আহৃতান্**—ফিরিয়ে আনুন।

অনুবাদ

আপনাদের গুরুদেব যখন দীর্ঘকাল পূর্বে মৃত তার পুত্রকে পুনরুদ্ধার করার জন্য আপনাদের নির্দেশ প্রদান করেছিলেন, গুরুদক্ষিণা স্বরূপ আপনারা পিতৃলোক থেকে তাকে ফিরিয়ে এনেছিলেন। হে যোগেশ্বরাধিপতি, দয়া করে একইভাবে আমার আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণ করুন। দয়া করে ভোজরাজ দ্বারা নিহত আমার পুত্রদের ফিরিয়ে আনুন, যাতে আমি পুনরায় তাদের দর্শন করতে পারি।

শ্লোক ৩৪

ঋষিরুবাচ

এবং সঞ্চোদিতৌ মাত্রা রামঃ কৃষ্ণশ্চ ভারত ।
সুতলং সংবিবিশতুর্যোগমায়ামুপাশ্রিতৌ ॥ ৩৪ ॥

ঋষিঃ উবাচ—ঋষি (শ্রীশুকদেব) বললেন; এবম্—এইভাবে; সঞ্চোদিতৌ—অনিরুদ্ধ; মাত্রা—তাদের মাতা দ্বারা; রামঃ—বলরাম; কৃষ্ণঃ—কৃষ্ণ; চ—এবং; ভারত—হে ভারতের বংশজ (পরীক্ষিৎ); সুতলম্—বলি মহারাজ শাসিত পাতাললোকের সুতল; সংবিবিশতুঃ—তারা প্রবেশ করলেন; যোগ-মায়াম্—তাদের যোগমায়া লীলাশক্তি; উপাশ্রিতৌ—প্রয়োগ পূর্বক।

অনুবাদ

ঋষি শুকদেব বললেন—হে ভারত, এইভাবে তাদের মায়ের অনুরোধে কৃষ্ণ-বলরাম তাদের যোগমায়া শক্তি প্রয়োগ করে সুতল লোকে প্রবেশ করলেন।

শ্লোক ৩৫

তস্মিন্ প্রবিষ্টাবুপলভ্য দৈত্যরাড়্
বিশ্বাত্মদেবং সুতরাং তথাত্মনঃ ।
তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতাশয়ঃ
সদ্যঃ সমুত্থায় ননাম সান্বয়ঃ ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্—সেখানে; প্রবিষ্টৌ—(তাদের দুজনকে) প্রবিষ্ট; উপলভ্য—লক্ষ্য করে; দৈত্য-রাট্—দৈত্যরাজ (বলি); বিশ্ব—সমগ্র জগতের; আত্ম—আত্মা; দৈবম্—এবং পরম আরাধ্য; সুতরাম্—বিশেষত; তথা—ও; আত্মনঃ—নিজের; তৎ—তাঁদের; দর্শন—দর্শন করার; আহ্লাদ—আনন্দে; পরিপ্লুত—অভিভূত; আশয়ঃ—তার হৃদয়; সদ্যঃ—তৎক্ষণাৎ; সমুত্থায়—উত্থিত হয়ে; ননাম—তিনি প্রণাম নিবেদন করলেন; স—সহ; অন্বয়ঃ—তার অনুগামীরা।

অনুবাদ

যখন দৈত্যরাজ বলি মহারাজ, ভগবানদ্বয়ের আগমন দর্শন করলেন, যেহেতু তিনি তাঁদের পরমাত্মা ও সমগ্র জগতের বিশেষত তার নিজের পরম আরাধ্য বলে জানতেন, তাই তার হৃদয় আনন্দে উপছে উঠল। তিনি তৎক্ষণাৎ উত্থিত হয়ে তার সমগ্র অনুগামীবৃন্দসহ সশ্রদ্ধ প্রণাম নিবেদন করলেন।

শ্লোক ৩৬

তয়োঃ সমানীয় বরাসনং মুদা
নিবিষ্টয়োস্তত্র মহাত্মনোস্তয়োঃ ।
দধার পাদাববনিজ্য তজ্জলং
সবৃন্দ আব্রহ্ম পুনদ্যদম্বু হ ॥ ৩৬ ॥

তয়োঃ—তাঁদের জন্য; সমানীয়—আনয়ন পূর্বক; বর—শ্রেষ্ঠ; আসনম্—আসন; মুদা—সুখে; নিবিষ্টয়োঃ—আসন গ্রহণ করেছিলেন; তত্র—সেখানে; মহা-আত্মনোঃ—পরম ব্যক্তিত্বদ্বয়ের; তয়োঃ—তাঁদের; দধার—তিনি গ্রহণ করলেন; পাদৌ—পাদদ্বয়; অবনিজ্য—ধৌত করে; তৎ—সেই; জলম্—জল; স—সহ; বৃন্দঃ—তার অনুগামীগণ; আ-ব্রহ্ম—ভগবান ব্রহ্মা পর্যন্ত; পুনৎ—শুদ্ধকারী; যৎ—যে; অম্বু—জল; হ—বস্তুত।

অনুবাদ

বলি আনন্দের সঙ্গে তাদের শ্রেষ্ঠ আসন নিবেদন করলেন। তাঁরা উপবিষ্ট হলে তিনি তাঁদের পাদদ্বয় ধৌত করলেন। তারপর তিনি সেই জগৎ পবিত্রকারী জল গ্রহণ করে নিজেকে ও তাঁর অনুগামীদের সিঞ্চিত করলেন।

শ্লোক ৩৭

সমর্হয়ামাস স তৌ বিভূতিভির্
মহার্হবস্ত্রাভরণানুলেপনৈঃ ।
তাম্বূলদীপামৃতভক্ষণাদিভিঃ
স্বগোত্রবিত্তাত্মসমর্পণেন চ ॥ ৩৭ ॥

সমর্হয়াম্ আস—পূজা করলেন; সঃ—তিনি; তৌ—তাদের; বিভূতিভিঃ—তাঁর সম্পদ দ্বারা; মহা-অর্হ—অত্যন্ত মূল্যবান; বস্ত্র—বস্ত্র দ্বারা; আভরণ—অলঙ্কারসমূহ; অনুলেপনৈঃ—এবং সুগন্ধী; তাম্বূল—সুপারী সহ; দীপ—দীপ; অমৃত—অমৃততুল্য;

ভক্ষণ—খাদ্য; আদিভিঃ—ইত্যাদি; স্ব—তার; গোত্র—পরিবার; বিত্ত—সম্পদের; আত্ম—এবং স্বয়ং তার; সমর্পণেন—নিবেদন দ্বারা; চ—এবং।

অনুবাদ

তার অধীনস্থ সকল সম্পদ দ্বারা—মূল্যবান বস্ত্র, অলঙ্কার, সুগন্ধী চন্দন, তাম্বূল, দীপ, সুস্বাদু খাদ্য ইত্যাদি দ্বারা তিনি তাদের পূজা করলেন। এইভাবে তিনি তাঁদের তার পরিবারের সমস্ত সম্পদ এবং নিজেকেও নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

পূর্ণ আত্মসমর্পণের সঠিক দৃষ্টান্তরূপে বলি মহারাজের ভক্তিভাব সুবিদিত। যখন ভগবান বিষ্ণু এক যুবা ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারীর ছদ্মবেশে তার কাছে দান প্রার্থনা করলেন, বলি তাঁকে তার সমস্ত অধিকার অর্পণ করেছিলেন এবং তার যখন আর কিছুই নিবেদনের ছিল না, তিনি নিজেকে ভগবানের নিত্য দাসরূপে সমর্পণ করেছিলেন। ভক্তির ন'টি পন্থা রয়েছে এবং শেষ পন্থা আত্মসমর্পণম্ তার সর্বোচ্চ সীমা যা প্রত্যেক প্রয়াসীর লক্ষ্য হওয়া উচিত, যেভাবে দৈত্যরাজ বলি শিক্ষা প্রদান করেছেন। যদি কেউ সম্পদ, শক্তি, বুদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা ভগবানকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে কিন্তু বিনীতভাবে নিজেকে তাঁর ভৃত্যরূপে হৃদয়ঙ্গম করতে ব্যর্থ হয়, তবে তার তথাকথিত ভক্তি কেবল এক অসঙ্গত প্রদর্শন মাত্র।

শ্লোক ৩৮

স ইন্দ্রসেনো ভগবৎপদাম্বুজং
বিভ্রন্মুহুঃ প্রেমবিভিন্নয়া ধিয়া ।
উবাচ হানন্দজলাকুলেক্ষণঃ
প্রহৃষ্টরোমা নৃপ গদ্‌গদাক্ষরম্ ॥ ৩৮ ॥

সঃ—তিনি; ইন্দ্র-সেনঃ—বলি, যিনি ইন্দ্রের সেনাদের জয় করেছিলেন; ভগবৎ—দুই ভগবানের; পদ-অম্বুজম্—পাদপদ্ম; বিভ্রৎ—ধারণ পূর্বক; মুহুঃ—বারম্বার; প্রেম—প্রেমবশত; বিভিন্নয়া—বিগলিত; ধিয়া—হৃদয়ে; উবাচ হ—বললেন; আনন্দ—আনন্দ; জল—বারি দ্বারা (অশ্রু); আকুল—পূর্ণ; ঈক্ষণঃ—নয়নদ্বয়; প্রহৃষ্ট—পুলকিত; রোমা—রোম; নৃপ—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); গদ্‌গদ—বাষ্পরুদ্ধ; অক্ষরম্—স্বরে।

অনুবাদ

ভগবানের পাদপদ্ম বারম্বার ধারণ করে ইন্দ্রসেনাবিজয়ী বলি গভীর প্রেমবশত বিগলিত হৃদয়ে কথা বলছিলেন। হে রাজন, আনন্দাশ্রুপূর্ণ নয়নে, পুলকিত অঙ্গে ও গদ্‌গদ্ স্বরে তিনি বলতে লাগলেন।

তাৎপর্য

এই দৃশ্যটি শ্রীল প্রভুপাদ কৃষ্ণ গ্রন্থে এইভাবে বর্ণনা করছেন, "রাজা বলি এতই চিন্ময় আনন্দ অনুভব করছিলেন যে তিনি বার বার ভগবানের পাদপদ্ম জড়িয়ে ধরে তার বক্ষে ধারণ করছিলেন; এবং কখনও কখনও তিনি তা তার মাথায় ধারণ করছিলেন আর এইভাবে তিনি অপ্রাকৃত সুখ অনুভব করছিলেন। প্রেম ও স্নেহের অশ্রু তাঁর নয়ন থেকে গড়িয়ে পড়তে লাগল এবং তিনি রোমাঞ্চ অনুভব করতে লাগলেন।"

শ্লোক ৩৯

বলিরুবাচ

নমোঽনন্তায় বৃহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে ।
সাংখ্যযোগবিতানায় ব্রহ্মণে পরমাত্মনে ॥ ৩৯ ॥

বলিঃ উবাচ—বলি বললেন; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **অনন্তায়**—ভগবান অনন্তকে; **বৃহতে**—মহান; **নমঃ**—প্রণাম নিবেদন করি; **কৃষ্ণায়**—কৃষ্ণকে; **বেধসে**—স্রষ্টা; **সাংখ্য**—সাংখ্য ব্যাখ্যাকারের; **যোগ**—এবং যোগ; **বিতানায়**—বিস্তারকারী; **ব্রহ্মণে**—পরমব্রহ্ম; **পরম-আত্মনে**—পরমাত্মা।

অনুবাদ

রাজা বলি বললেন—আমি মহান ভগবান অনন্তকে প্রণাম নিবেদন করি। জগৎ স্রষ্টা শ্রীকৃষ্ণ যিনি সাংখ্যযোগের দর্শন বিস্তারের জন্য ব্রহ্মপরমাত্মারূপে আবির্ভূত হন, তাকে প্রণাম নিবেদন করি।

তাৎপর্য

দিব্য নাগ অনন্ত শেষ যাঁর প্রকাশ, সেই ভগবান বলরাম এখানে পরম অনন্ত নামে অভিহিত হয়েছেন বলে শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন। নৈর্ব্যক্তিক ব্রহ্ম সাংখ্য দার্শনিকদের রচনার মূল বিষয়, কিন্তু পরমাত্মা নামে পরিচিত ভগবানের ব্যক্তিগত প্রতিনিধিত্ব যোগের পাঠ্যপুস্তকের বিস্তার ঘটায়।

শ্লোক ৪০

দর্শনং বাং হি ভূতানাং দুষ্প্রাপং চাপ্যদুর্লভম্ ।
রজস্তমঃস্বভাবানাং যন্নঃ প্রাপ্তৌ যদৃচ্ছয়া ॥ ৪০ ॥

দর্শনম্—দর্শন; **বাম**—আপনাদের দু'জনের; **হি**—বস্তুত; **ভূতানাম্**—সাধারণ জীবের জন্য; **দুষ্প্রাপম্**—দুর্লভ; **চ অপি**—তৎ সত্ত্বেও; **অদুর্লভম্**—অদুর্লভ; **রজঃ**—রজ; **তমঃ**

—তম; **স্বভাবানাম্**—স্বভাব; **যৎ**—সেই; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **প্রাপ্তৌ**—প্রাপ্ত হয়েছে; **যদৃচ্ছয়া**—অহৈতুকী ভাবে।

অনুবাদ

অধিকাংশ জীবের কাছে আপনাকে দর্শন করা এক দুর্লভ ব্যাপার। কিন্তু আমাদের মতো রজ ও তমগুণে অবস্থানরত ব্যক্তিরাও সহজেই আপনাকে দর্শন করতে পারে যখন আপনার নিজ মধুর ইচ্ছাক্রমে আপনি নিজেকে প্রকাশ করেন।

তাৎপর্য

নিজের দৈত্য জন্মের পতিত অবস্থানের বর্ণনা দ্বারা বলি মহারাজ কৃষ্ণ-বলরামের দ্বারা পরিদর্শিত হওয়ার কোন চিন্ময় যোগ্যতাতে অস্বীকার করছেন। তার মতো দানবের আর কি কথা, বলি ভাবছিলেন, এমনকি জ্ঞান ও যোগ মার্গের উন্নত সাধকেরাও তাদের ঈর্ষা ও অহঙ্কার ত্যাগ করতে না পারার জন্য ভগবানকে সন্তুষ্ট করতে ব্যর্থ হয়।

শ্লোক ৪১-৪৩

দৈত্যদানবগন্ধর্বাঃ সিদ্ধবিদ্যাধ্রচারণাঃ ।
যক্ষরক্ষঃপিশাচাশ্চ ভূতপ্রমথনায়কাঃ ॥ ৪১ ॥
বিশুদ্ধসত্ত্বধাম্ন্যদ্ধা ত্বয়ি শাস্ত্রশরীরিণি ।
নিত্যং নিবদ্ধবৈরাস্তে বয়ং চান্যে চ তাদৃশাঃ ॥ ৪২ ॥
কেচনোদ্বদ্ধবৈরেণ ভক্ত্যা কেচন কামতঃ ।
ন তথা সত্ত্বসংরব্ধাঃ সন্নিকৃষ্টাঃ সুরাদয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

দৈত্য-দানব—দৈত্য ও দানবগণ; **গন্ধর্বাঃ**—এবং স্বর্গের গায়ক, গন্ধর্বগণ; **সিদ্ধ-বিদ্যাধর-চারণাঃ**—সিদ্ধ, বিদ্যাধর এবং চারণ দেবতাগণ; **যক্ষ**—যক্ষ; **রাক্ষসঃ**—রাক্ষস; **পিশাচাঃ**—পিশাচ; **চ**—এবং; **ভূত**—ভূত; **প্রমথ-নায়কাঃ**—অশুভ প্রমথ ও নায়ক আত্মাগণ; **বিশুদ্ধ**—বিশুদ্ধ; **সত্ত্ব**—সত্ত্বের; **ধাম্নি**—মূর্ত প্রকাশ; **অদ্ধা**—সাক্ষাৎ; **ত্বয়ি**—আপনি; **শাস্ত্র**—শাস্ত্র; **শরীরিণি**—এরূপ এক দেহের অধিকারী; **নিত্যম্**—সর্বদা; **নিবদ্ধ**—নিবদ্ধ; **বৈরাঃ**—শত্রুতায়; **তে**—তারা; **বয়ম্**—আমরা; **চ**—ও; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **চ**—এবং; **তাদৃশাঃ**—তাদের মতো; **কেচন**—কেউ কেউ; **উদ্বদ্ধ**—বিশেষভাবে দুর্দমনীয়; **বৈরেণ**—বৈরভাবযুক্ত; **ভক্ত্যা**—ভক্তি দ্বারা; **কেচন**—কেউ কেউ; **কামতঃ**—কামনায় উত্থিত হয়ে; **ন**—না; **তথা**—তেমন; **সত্ত্ব**—জড়াপ্রকৃতির সত্ত্বগুণ দ্বারা; **সংরব্ধাঃ**—যারা আবিষ্ট; **সন্নিকৃষ্টাঃ**—আসক্ত; **সুর**—দেবতাগণ; **আদয়ঃ**—এবং অন্যান্যরা।

অনুবাদ

অনেকেই যারা আপনার প্রতি ক্রমাগত বৈরীভাবযুক্ত অবশেষে তারা সাক্ষাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বাশ্রয় এবং শাস্ত্রোক্ত সচ্চিদানন্দময় শরীরধারী আপনার প্রতি আসক্ত হন। এই সকল সংশোধিত শত্রুবর্গ হচ্ছে দৈত্য, দানব, গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর, চারণ, যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ, ভূত, প্রমথ, নায়ক এবং আমরাও আর আমাদের মতো অনেকে। আমাদের কেউ কেউ ব্যতিক্রমী বৈরীতার জন্য আপনার প্রতি আসক্ত হয়েছে, যখন অন্যান্যরা আসক্ত হয়েছে তাদের কামনা নির্ভর ভক্তিভাবের জন্য। কিন্তু দেবতা ও সত্ত্বগুণের দ্বারা আবিষ্ট অন্যান্যরা আপনার জন্য এরূপ কোন আকর্ষণ অনুভব করে না।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী এইভাবে বর্ণনা করছেন—গন্ধর্ব, সিদ্ধ, বিদ্যাধর ও চারণেরা ভগবানের প্রতি বৈরীভাবাপন্ন, তারা দৈত্য ও দানবদের নেতৃত্ব অনুসরণ করে। যক্ষ, রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতির শত্রু হওয়ার প্রবণতা রয়েছে, কেননা সাধারণত তারা অজ্ঞতা দ্বারা আচ্ছন্ন। শিশুপাল ও পৌণ্ড্রকের মতো বিশুদ্ধ তমোগুণী কিছু কিছু মূর্খও রয়েছে যারা শত্রুরূপে ভগবানের চিন্তামগ্ন। অন্যান্যরা রজ ও তমগুণের মিশ্র অবস্থায়, সম্মান ও পদের আকাঙ্ক্ষায় ভগবানের সঙ্গ করে। মহারাজ বলি নিজেকে এই শ্রেণীতে দর্শন করছেন। যদিও ভগবান বিষ্ণু সুতল লোকে তার দ্বাররক্ষক হওয়ার মাধ্যমে তাকে অনুগ্রহ করেছেন। ঠিক যেমন ভগবান দানবদের হত্যা ও তাদের মুক্তি দান করার মাধ্যমে তাদের অনুগ্রহ করেন এবং তাঁর মহিমা গানে যুক্ত থাকার জন্য গন্ধর্বদের অনুগ্রহ করেন। অপরপক্ষে, সত্ত্বগুণে অধিষ্ঠিত হওয়ার জন্য গর্বিত দেবতাদের ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টি প্রদান করেন; ফলে তারা বিভ্রান্ত হয়ে তাঁকে ভুলে যায়।

শ্লোক ৪৪

ইদমিত্থমিতি প্রায়স্তব যোগেশ্বরেশ্বর ।
ন বিদন্ত্যপি যোগেশা যোগমায়াং কুতো বয়ম্ ॥ ৪৪ ॥

ইদম্—এই; **ইত্থম্**—এই ধরনের বৈশিষ্ট; **ইতি**—এরূপ শব্দে; **প্রায়ঃ**—প্রায়; **তব**—আপনার; **যোগ-ঈশ্বর**—যোগীদের ঈশ্বরের; **ঈশ্বর**—হে পরমেশ্বর; **ন বিদন্তি**—তারা জানে না; **অপি**—ও; **যোগ-ঈশাঃ**—যোগের ঈশ্বর; **যোগমায়াম্**—আপনার চিন্ময় মোহিনী শক্তি; **কুতঃ**—আর কি কথা; **বয়ম্**—আমাদের।

অনুবাদ

হে সকল শুদ্ধযোগীদের ঈশ্বর, আপনার চিন্ময় মোহিনী শক্তিটি কি এবং তা কিভাবে ক্রিয়া করে সেটি মহাযোগীরাও জানে না, তো আমাদের আর কি কথা।

তাৎপর্য

কোন কিছুর সুসংবদ্ধ উপলব্ধির সময় তার *স্বরূপ* ও *বিশেষ*, যা তাকে অন্য কিছু থেকে পৃথক করে, উভয় বিষয়ের জ্ঞানকেই যুক্ত করা উচিত। মায়া, সকল জাগতিক অস্তিত্বের নিহিত শক্তি। সাধারণ বাহ্য ব্যাপারের চেয়ে আরও সূক্ষ্ম। কেবলমাত্র ভগবান এবং তাঁর মুক্ত ভক্তরা তাই এর 'স্বরূপ' ও 'বিশেষ' জানতে পারে।

শ্লোক ৪৫

তন্নঃ প্রসীদ নিরপেক্ষবিমৃগ্যযুষ্মৎ-
পাদারবিন্দধিষণান্যগৃহান্ধকূপাৎ ।
নিষ্ক্রম্য বিশ্বশরণাঙ্ঘ্রুপলব্ধবৃত্তিঃ
শান্তো যথৈক উত সর্বসখৈশ্চরামি ॥ ৪৫ ॥

তৎ—এমন এক ভাবে; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **প্রসীদ**—দয়া করে অনুগ্রহ করুন; **নিরপেক্ষ**—নিরপেক্ষ; **বিমৃগ্য**—অন্বেষণযোগ্য; **যুষ্মৎ**—আপনার; **পাদ**—পাদদ্বয়; **অরবিন্দ**—পদ্ম; **ধিষণ**—আশ্রয়; **অন্য**—অন্য; **গৃহ**—গৃহ হতে; **অন্ধ**—অন্ধ; **কূপাৎ**—কূপে; **নিষ্ক্রম্য**—নির্গত হয়ে; **বিশ্ব**—সমগ্র জগতে; **শরণ**—যারা সাহায্যকারী তাদের (বৃক্ষ); **অঙ্ঘ্রি**—পাদদ্বয়ে; **উপলব্ধ**—প্রাপ্ত; **বৃত্তিঃ**—জীবিকা; **শান্তঃ**—শান্তিপূর্ণ; **যথা**—যেমন; **একঃ**—একমাত্র; **উত**—অথবা অন্য কিছু; **সর্ব**—সকলের; **সখৈঃ**—বন্ধু সঙ্গে; **চরামি**—আমি যেন ভ্রমণ করতে পারি।

অনুবাদ

দয়া করে আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন যাতে আমি পরিবার জীবনের অন্ধকূপ, আমার মিথ্যা গৃহ থেকে নির্গত হতে পারি এবং নিঃস্বার্থ ঋষিরা সর্বদা যা আকাঙ্ক্ষা করেন আপনার সেই পাদপদ্মের প্রকৃত আশ্রয় প্রাপ্ত হই। তারপর একা কিম্বা সর্বজন বন্ধু মহান ঋষিদের সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনসমূহ জগৎ হিতৈষী বৃক্ষমূলে প্রাপ্ত হয়ে আমি যেন মুক্তভাবে ভ্রমণ করতে পারি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করছেন যে, বলির প্রার্থনার উত্তরে, শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে কিছু বর প্রার্থনা করতে বলেছিলেন এবং এই শ্লোকে বলি তাঁর প্রার্থনা নিবেদন করছেন। বলি জাগতিক জীবনের বদ্ধতা থেকে মুক্ত হবার প্রার্থনা করলেন, যাতে

তিনি মুক্ত হয়ে গৃহ ত্যাগ করে কেবলমাত্র ভগবানের পাদপদ্মকে আশ্রয় করে বনে ভ্রমণ করতে পারেন। তার জীবন ধারণের জন্য, বলি প্রস্তাব করলেন, তিনি বনের বৃক্ষের সহায়তা গ্রহণ করবেন, যার মূলে খাবার জন্য ফল এবং ঘুমানোর জন্য বৃক্ষপত্রসমূহ প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহার করবেন। বলি আশা করছেন, ভগবান যদি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে কৃপাময় হন, তাহলে তাঁকে আর একা একা ভ্রমণ করতে হবে না, বরং ভগবান কৃষ্ণের ভক্তসঙ্গে ভ্রমণ করতে অনুমোদিত হবেন।

শ্লোক ৪৬

শাধ্যস্মানীশিতব্যেশ নিষ্পাপান্ কুরু নঃ প্রভো ।
পুমান্ যচ্ছ্রদ্ধয়াতিষ্ঠংশ্চোদনায়া বিমুচ্যতে ॥ ৪৬ ॥

শাধি—দয়া করে নির্দেশ প্রদান করুন; **অস্মান্**—আমাদের; **ঈশিতব্য**—জীবের; **ঈশ**—হে নিয়ন্ত্রক; **নিষ্পাপান্**—নিষ্পাপ; **কুরু**—করুন; **নঃ**—আমাদের; **প্রভো**—হে প্রভু; **পুমান্**—পুরুষ; **যৎ**—যে; **শ্রদ্ধয়া**—বিশ্বাস দ্বারা; **আতিষ্ঠং**—সম্পাদন পূর্বক; **চোদনায়াঃ**—শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধের; **বিমুচ্যতে**—মুক্ত হয়।

অনুবাদ

হে জীবেশ, দয়া করে বলুন আমাদের কি কর্তব্য যাতে সকল পাপ থেকে আমরা মুক্ত হতে পারি। হে প্রভু, শ্রদ্ধা সহকারে যে আপনার নির্দেশ পালন করে, সে আর কখনও সাধারণ বৈদিক আচারসমূহ অনুসরণ করতে বাধ্য থাকে না।

তাৎপর্য

আচার্যগণ বলির ভাবনাকে এইভাবে বর্ণনা করছেন—তাকে অবিলম্বে উদ্ধার করার প্রার্থনাটি হয়ত একটু বেশী ধৃষ্টতাজনক হয়েছে, এই কথা গভীরভাবে বিবেচনা করে বলি মহারাজ ভাবলেন যে প্রথমে তার যথেষ্টরূপে শুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। যেভাবেই হোক, তিনি মনে করলেন, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম নিশ্চয়ই কোন নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের জন্য তাঁর কাছে এসেছেন; যদি তিনি ভগবানের নির্দেশ গ্রহণ করতে ও তা সম্পাদন করতে পারেন, তবে সেটিই হবে শুদ্ধতার জন্য তার শ্রেষ্ঠ সুযোগ। প্রকৃতপক্ষে, বলি যেমন বলছেন, পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশের অধীনে কর্মরত একজন ভক্তের আর বেদের যাজ্ঞিক বিধি নিষেধ অনুসরণ করার প্রয়োজন হয় না।

শ্লোক ৪৭

শ্রীভগবানুবাচ

আসন্মরীচেঃ ষট্ পুত্রা ঊর্ণায়াং প্রথমেঽন্তরে ।
দেবাঃ কং জহসুর্বীক্ষ্য সুতাং জভিতুমুদ্যতম্ ॥ ৪৭ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—ভগবান বললেন; **আসন্**—ছিলেন; **মরীচেঃ**—মরীচীর; **ষট্**—ছয়; **পুত্রাঃ**—পুত্র; **ঊর্ণায়াম্**—ঊর্ণার (তার পত্নী) গর্ভে জাত; **প্রথমে**—প্রথমে; **অন্তরে**—মনুর শাসন; **দেবাঃ**—দেবতাগণ; **কম্**—শ্রীব্রহ্মার প্রতি; **জহসুঃ**—তারা হাস্য করেছিলেন; **বীক্ষ্য**—দর্শন করে; **সুতাম্**—তাঁর কন্যার (সরস্বতী) সঙ্গে; **জিঘৃক্ষুম্**—যৌনসঙ্গম করতে; **উদ্যতম্**—উদ্যত।

অনুবাদ

ভগবান বললেন—প্রথম মনুর সময়কালে ঋষি মরীচি ও তার পত্নী ঊর্ণার ছয়জন পুত্র ছিল। তাঁরা সকলেই ছিলেন উন্নত দেবতা, কিন্তু একবার তাঁরা ব্রহ্মাকে তাঁর নিজ কন্যার সঙ্গে যৌন সঙ্গমে উদ্যত হতে দর্শন করে ব্রহ্মার উদ্দেশ্যে হেসে উঠেছিলেন।

শ্লোক ৪৮-৪৯

তেনাসুরীমগন্ যোনিমধুনাবদ্যকর্মণা ।
হিরণ্যকশিপোর্জাতা নীতাস্তে যোগমায়য়া ॥ ৪৮ ॥
দেবক্যা উদরে জাতা রাজন্ কংসবিহিংসিতাঃ ।
সা তান্ শোচত্যাত্মজান্ স্বাংস্ত ইমেঽধ্যাসতেঽন্তিকে ॥ ৪৯ ॥

তেন—সেই; **আসুরীম্**—আসুরিক; **অগন্**—তারা প্রবেশ করলেন; **যোনিম্**—গর্ভ; **অধুনা**—তৎক্ষণাৎ; **অবদ্য**—অযার্থ; **কর্মণা**—আচরণ দ্বারা; **হিরণ্যকশিপোঃ**—হিরণ্যকশিপুর কাছে; **জাতাঃ**—জন্ম হল; **নীতাঃ**—আনীত হল; **তে**—তারা; **যোগমায়য়া**—ভগবানের দিব্য মায়িক শক্তি দ্বারা; **দেবক্যাঃ**—দেবকীর; **উদরে**—গর্ভে; **জাতাঃ**—জাত; **রাজন্**—হে রাজন (বলি); **কংস**—কংস দ্বারা; **বিহিংসিতাঃ**—নিহত; **সা**—তিনি (দেবকী); **তান্**—তাদের জন্য; **শোচতি**—শোক করছেন; **আত্ম-জান্**—পুত্রগণ; **স্বান্**—তাঁর নিজ; **তে**—তারা; **ইমে**—সেই একই; **অধ্যাসতে**—বাস করছে; **অন্তিকে**—কাছাকাছি।

অনুবাদ

তাঁদের সেই অনুচিত আচরণের জন্য তাঁরা তৎক্ষণাৎ আসুরিক জীবনে প্রবেশ করলেন এবং এইভাবে তাঁরা হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করলেন। যোগমায়া তখন তাঁদের হিরণ্যকশিপুর কাছ থেকে আনয়ন করলেন এবং তাঁরা পুনরায় দেবকীর গর্ভে জাত হলেন। হে রাজন, এরপর কংস তাঁদের হত্যা করল। দেবকী তাঁদেরকে নিজ পুত্র মনে করে এখনও তাঁদের জন্য শোক করছেন। মরীচির সেই সকল পুত্রেরা এখন এখানে আপনার সঙ্গে বাস করছেন।

তাৎপর্য

আচার্য শ্রীধর স্বামী ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বর্ণনা করছেন যে, মরীচির ছয় পুত্রকে হিরণ্যকশিপুর কাছ থেকে নিয়ে যাবার পর, শ্রীকৃষ্ণের যোগমায়া প্রথমে তাদেরকে আরেক মহাদানব কালনেমির পুত্ররূপে আরও একটি জীবন অতিবাহিত করিয়ে অবশেষে তাদের দেবকীর গর্ভে স্থানান্তরিত করেছিল।

শ্লোক ৫০

ইত এতান্ প্রণেষ্যামো মাতৃশোকাপনুত্তয়ে ।
ততঃ শাপাদ্‌বিনির্মুক্তা লোকং যাস্যন্তি বিজ্বরাঃ ॥ ৫০ ॥

ইতঃ—এখান থেকে; **এতান্**—তাদের; **প্রণেষ্যামঃ**—আমরা নিয়ে যেতে ইচ্ছা করি; **মাতৃ**—তাদের মায়ের; **শোক**—শোক; **অপনুত্তয়ে**—দূর করার জন্য; **ততঃ**—তারপর; **শাপাৎ**—তাদের অভিশাপ থেকে; **বিনির্মুক্তাঃ**—মুক্ত হয়ে; **লোকম্**—তাদের আপন গ্রহে (দেবতাদের); **যাস্যন্তি**—তারা গমন করবে; **বিজ্বরাঃ**—তাদের সন্তাপযুক্ত অবস্থার নিবৃত্তি হয়ে।

অনুবাদ

মায়ের শোক দূর করার জন্য তাদের আমরা এই স্থান থেকে নিয়ে যেতে চাই। তারপর, তাদের অভিশাপ এবং সকল সন্তাপ থেকে মুক্ত হয়ে তারা তাদের স্বর্গের আলয়ে ফিরে যাবে।

তাৎপর্য

এই স্কন্ধের দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক ৫ ও ৮-এর তাৎপর্যে শ্রীল প্রভুপাদ উল্লেখ করেছেন, মরীচির পুত্রেরা ব্রহ্মার প্রতি তাদের অপরাধের জন্য নিন্দিত হয়েছিলেন এবং উপরন্তু হিরণ্যকশিপু একবার তাদের অভিশাপ দিয়েছিল যে ভবিষ্যত জীবনে তাদের নিজ পিতা দ্বারা নিহত হতে হবে। বসুদেব এক এক করে তাদের কংস দ্বারা বধ হতে দেওয়ায় এই অভিশাপও পূর্ণ হয়েছিল।

শ্লোক ৫১

স্মরোদ্‌গীথঃ পরিষ্বঙ্গঃ পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃদ্‌ঘৃণী ।
ষড়িমে মৎপ্রসাদেন পুনর্যাস্যন্তি সদ্‌গতিম্ ॥ ৫১ ॥

স্মর-উদ্‌গীথ পরিষ্বঙ্গ—স্মর, উদ্‌গীথ এবং পরিষ্বঙ্গ; **পতঙ্গঃ ক্ষুদ্রভৃৎ ঘৃণী**—পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ এবং ঘৃণী; **ষট্**—ছয়; **ইমে**—এইসকল; **মৎ**—আমার; **প্রসাদেন**—অনুগ্রহ দ্বারা; **পুনঃ**—পুনরায়; **যাস্যন্তি**—গমন করবে; **সৎ**—সাধুজনের; **গতিম্**—গতি।

অনুবাদ

আমার অনুগ্রহ দ্বারা স্মর, উদ্‌গীথ, পরিষ্বঙ্গ, পতঙ্গ, ক্ষুদ্রভৃৎ ও ঘৃণী এই ছয়জন বিশুদ্ধ সাধুদের আলয়ে ফিরে যাবেন।

তাৎপর্য

এই ছয়জন যখন প্রথমে মরীচির পুত্র ছিলেন, তখন তাদের এই সকল নাম ছিল। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ স্মর যখন পুনরায় বসুদেবের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁকে কীর্তিমান ডাকা হত বলে *শ্রীমদ্ভাগবতে* (১০/১/৫৭) নথিভুক্ত রয়েছে।

কীর্তিমন্তং প্রথমজং কংসায়ানকদুন্দুভিঃ ।
অর্পয়ামাস কৃচ্ছ্রেণ সোঽনৃতাদতিবিহ্বলঃ ॥

"বসুদেব প্রতিজ্ঞাভঙ্গরূপ অসত্যের ভয়ে অত্যন্ত ভীত হয়েছিলেন। তাই তিনি কীর্তিমান নামক তাঁর প্রথম পুত্রটিকে গভীর মনোবেদনা সত্ত্বেও কংসের হাতে অর্পণ করেছিলেন।"

শ্লোক ৫২

ইত্যুক্ত্বা তান্ সমাদায় ইন্দ্রসেনেন পূজিতৌ ।
পুনর্দ্বারবতীমেত্য মাতুঃ পুত্রানযচ্ছতাম্ ॥ ৫২ ॥

ইতি—এইভাবে; **উক্ত্বা**—বলে; **তান্**—তাদের; **সমাদায়**—গ্রহণ করে; **ইন্দ্রসেনেন**—বলি মহারাজ দ্বারা; **পূজিতৌ**—উভয়ে পূজিত হয়ে; **পুনঃ**—পুনরায়; **দ্বারবতীম্**—দ্বারকায়; **এত্য**—গমন করে; **মাতুঃ**—তাদের মায়ের; **পুত্রান্**—পুত্রদের; **অযচ্ছতাম্**—তাঁরা অর্পণ করলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী বলে চলেছেন—] একথা বলার পর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম বলি মহারাজ দ্বারা পূজিত হয়ে সেই ছয় পুত্রদের নিয়ে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করে তাঁদের মায়ের কাছে অর্পণ করলেন।

শ্লোক ৫৩

তান্ দৃষ্ট্বা বালকান্ দেবী পুত্রস্নেহস্নুতস্তনী ।
পরিষ্বজ্যাঙ্কমারোপ্য মূর্ধ্ন্যজিঘ্রদভীক্ষ্ণশঃ ॥ ৫৩ ॥

তান্—তাদের; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **বালকান্**—বালকগণ; **দেবী**—দেবী (দেবকী); **পুত্র**—তার পুত্রদের জন্য; **স্নেহ**—তাঁর স্নেহবশত; **স্নুত**—ক্ষরিত; **স্তনী**—যার স্তনদ্বয়;

পরিষ্বজ্য—আলিঙ্গনপূর্বক; **অঙ্কম্**—তার কোলে; **আরোপ্য**—স্থাপন পূর্বক; **মূর্ধ্নি**—তাঁদের মস্তক; **অজিঘ্রৎ**—তিনি আঘ্রাণ করলেন; **অভিষ্ণশঃ**—বারম্বার।

অনুবাদ

দেবকী যখন তাঁর হারানো পুত্রদের দর্শন করলেন, তিনি তাদের জন্য এমন স্নেহ অনুভব করলেন যে, তাঁর স্তন থেকে দুগ্ধ ক্ষরিত হতে লাগল। তিনি তাদের আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর কোলে গ্রহণ করে পুনঃপুনঃ তাদের মস্তক আঘ্রাণ করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৪

অপায়য়ৎ স্তনং প্রীতা সুতস্পর্শপরিস্নুতম্ ।
মোহিতা মায়য়া বিষ্ণোর্যয়া সৃষ্টিঃ প্রবর্ততে ॥ ৫৪ ॥

অপায়য়ৎ—তিনি তাদের পান করতে দিলেন; **স্তনম্**—তাঁর স্তন থেকে; **প্রীতা**—প্রীতিভরে; **সুত**—তাঁর পুত্রদের; **স্পর্শ**—স্পর্শের জন্য; **পরিস্নুতম্**—সিক্ত; **মোহিত**—মোহিত; **মায়য়া**—মায়া শক্তি দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান বিষ্ণুর; **যয়া**—যার দ্বারা; **সৃষ্টিঃ**—সৃষ্টি; **প্রবর্ততে**—প্রবর্তিত হয়।

অনুবাদ

প্রীতিভরে তিনি তার পুত্রদের স্তন পান করালেন, যা কেবলমাত্র তাদের স্পর্শ দ্বারা দুগ্ধে সিক্ত হয়ে উঠেছিল। যা জগতের সৃষ্টিকে প্রবর্তিত করে ভগবান বিষ্ণুর সেই একই মায়া শক্তি দ্বারা তিনি মোহিত ছিলেন।

তাৎপর্য

সৃষ্টি শব্দটি এখানে যে সৃষ্টিপন্থা দ্বারা ভগবান বিষ্ণুর যোগমায়া তাঁর লীলাসমূহের অবস্থান ও অবসানের আয়োজন করে, সে বিষয়েও উল্লেখ করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি প্রশ্নাতীত যে মাতা দেবকী মায়ার জড় বিষয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৫-৫৬

পীত্বামৃতং পয়স্তস্যাঃ পীতশেষং গদাভৃতঃ ।
নারায়ণাঙ্গসংস্পর্শপ্রতিলব্ধাত্মদর্শনাঃ ॥ ৫৫ ॥
তে নমস্কৃত্য গোবিন্দং দেবকীং পিতরং বলম্ ।
মিষতাং সর্বভূতানাং যযুর্ধাম দিবৌকসাম্ ॥ ৫৬ ॥

পীত্বা—পান করে; **অমৃতম্**—অমৃত; **পয়ঃ**—দুগ্ধ; **তস্যাঃ**—তাঁর; **পীত**—পান করার; **শেষম্**—অবশিষ্ট; **গদা-ভৃতঃ**—গদাধারী শ্রীকৃষ্ণের; **নারায়ণ**—ভগবান নারায়ণের (কৃষ্ণ); **অঙ্গ**—দেহের; **সংস্পর্শ**—স্পর্শ দ্বারা; **প্রতিলব্ধ**—পুনরায় লাভ করে; **আত্ম**—তাদের মূল স্বরূপের (দেবতা রূপে); **দর্শনাঃ**—উপলব্ধি করে; **তে**—তারা; **নমস্কৃত্য**—প্রণাম নিবেদন করলেন; **গোবিন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণকে; **দেবকীম্**—দেবকীকে; **পিতরম্**—তাদের পিতাকে; **বলম্**—এবং ভগবান বলরামকে; **মিষতাম্**—সমক্ষে; **সর্ব**—সকল; **ভূতানাম্**—লোক; **যযুঃ**—তারা গমন করলেন; **ধাম্**—আলয়ে; **দিবওকসাম্**—দেবতাদের।

অনুবাদ

ইতিপূর্বে শ্রীকৃষ্ণের পান করা দেবকীর অমৃত-দুগ্ধের অবশিষ্ট পান করার ফলে এবং ভগবান নারায়ণের চিন্ময় দেহ স্পর্শ করার ফলে তারা তাদের মূল পরিচয় অবগত হলেন। তাঁরা গোবিন্দকে, দেবকীকে, তাঁদের পিতাকে এবং বলরামকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং তারপর সকলের সমক্ষে তারা দেবলোকে গমন করলেন।

তাৎপর্য

অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য মাত্র দেবকী ও বসুদেবের কাছে ভগবান কৃষ্ণ এক শিশুরূপে অবস্থান করেছিলেন। প্রথমে ভগবান তাদের সম্মুখে তাঁর চতুর্ভুজ বিষ্ণু রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ করার পর তিনি নিজেকে তাদের আনন্দের জন্য দৃশ্যত এক সাধারণ শিশুরূপে পরিবর্তিত করলেন। কিন্তু তাঁর ভ্রাতাদের ভাগ্য ভোগ করা থেকে কৃষ্ণকে রক্ষার জন্য বসুদেব তৎক্ষণাৎ তাঁকে কংসের কারাগার থেকে সরিয়ে দিলেন। বসুদেব তাকে নিয়ে যাওয়ার পূর্বমুহূর্তে মাতা দেবকী কৃষ্ণকে একবার স্তনপান করালেন যাতে নন্দব্রজের দীর্ঘ যাত্রাপথে তিনি তৃষ্ণা বোধ না করেন। একথা আমরা শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের ভাষ্য থেকে জানতে পারি।

শ্লোক ৫৭

তং দৃষ্ট্বা দেবকী দেবী মৃতাগমননির্গমম্ ।
মেনে সুবিস্মিতা মায়াং কৃষ্ণস্য রচিতাং নৃপ ॥ ৫৭ ॥

তম্—তা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **দেবকী**—দেবকী; **দেবী**—দিব্য; **মৃত**—মৃত পুত্রদের; **আগমন**—প্রত্যাবর্তন; **নির্গমম্**—এবং প্রস্থান; **মেনে**—তিনি ভাবলেন; **সু**—অত্যন্ত; **বিস্মিতা**—বিস্ময়গ্রস্ত হয়ে; **মায়াম্**—মায়া; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণ দ্বারা; **রচিতাম্**—রচিত; **নৃপ**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ)।

অনুবাদ

হে রাজন, তাঁর পুত্রদের মৃত্যু থেকে প্রত্যাবর্তন করতে ও পরে পুনরায় প্রস্থান করতে দর্শন করে দেবী দেবকী অত্যন্ত বিস্মিতা হয়েছিলেন। তিনি সিদ্ধান্তে এলেন যে এই সকলই ছিল কৃষ্ণ দ্বারা রচিত এক মায়া মাত্র।

শ্লোক ৫৮

এবং বিধান্যদ্ভুতানি কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ ।
বীর্যাণ্যনন্তবীর্যস্য সন্ত্যনন্তানি ভারত ॥ ৫৮ ॥

এবম্-বিধানি—এই ধরনের; **অদ্ভুতানি**—বিস্ময়কর; **কৃষ্ণস্য**—কৃষ্ণের; **পরম-আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **বীর্যাণি**—বীরত্ব; **অনন্ত**—অনন্ত; **বীর্যস্য**—শৌর্য; **সন্তি**—রয়েছে; **অনন্তানি**—অসংখ্য; **ভারত**—হে ভরতকুলনন্দন।

অনুবাদ

হে ভরতকুলনন্দন, অসীম শৌর্যের অধীশ্বর, পরমাত্মা, শ্রীকৃষ্ণ, এই ধরনের অসংখ্য লীলা সম্পাদন করেছেন।

শ্লোক ৫৯

শ্রীসূত উবাচ

য ইদমনুশৃণোতি শ্রাবয়েদ্বা মুরারেঃ
চরিতমমৃতকীর্তের্বর্ণিতং ব্যাসপুত্রৈঃ ।
জগদঘভিদলং তদ্ভক্তসৎকর্ণপূরং
ভগবতি কৃতচিত্তো যাতি তৎক্ষেমধাম্ ॥ ৫৯ ॥

শ্রীসূতঃ উবাচ—শ্রীসূত বললেন (পরীক্ষিৎ মহারাজ ও শুকদেব গোস্বামীর মধ্যেকার এই কথোপকথন নৈমিষারণ্যে সমবেত ঋষিদের কাছে তিনি পুনরায় বর্ণনা করছিলেন); **যঃ**—যিনি; **ইদম্**—এই; **অনুশৃণোতি**—যথাযথভাবে শ্রবণ করেন; **শ্রাবয়েৎ**—অন্যকে শ্রবণ করান; **বা**—বা; **মুরারেঃ**—মুর দৈত্যের সংহারক শ্রীকৃষ্ণের; **চরিতম্**—লীলা; **অমৃত**—অক্ষয়; **কীর্তে**—যার কীর্তিসমূহ; **বর্ণিতম্**—বর্ণনা করেন; **ব্যাস-পুত্রৈঃ**—ব্যাসদেবের শ্রদ্ধেয় পুত্র দ্বারা; **জগৎ**—জগতের; **অঘ**—পাপসমূহ; **ভিৎ**—যা বিনাশ করে; **অলম্**—সম্পূর্ণরূপে; **তৎ**—তাঁর; **ভক্ত**—ভক্তদের; **সৎ**—চিন্ময়; **কর্ণ-পুরম্**—কর্ণের অলঙ্কার স্বরূপ; **ভগবতি**—ভগবানের প্রতি; **কৃত**—স্থির করে; **চিত্তঃ**—তার মন; **যাতি**—তিনি গমন করেন; **তৎ**—তাঁর; **ক্ষেম**—মঙ্গলময়; **ধাম**—নিজ আলয়ে।

অনুবাদ

শ্রীসূত গোস্বামী বললেন—ভগবান মুরারি কৃত এই অক্ষয়-কীর্তি লীলা সম্পূর্ণরূপে জগতের পাপ বিনাশ করে এবং তাঁর ভক্তদের কর্ণের ভূষণ রূপে পরিবেশিত হয়। যিনি যত্নসহকারে ব্যাসের শ্রদ্ধেয় পুত্র দ্বারা কথিত এই লীলা শ্রবণ বা বর্ণনা করেন তিনি ভগবানের চিন্তায় তার মনকে স্থির করতে সমর্থ হবেন এবং পরম মঙ্গলময় ভগবদ্ধাম প্রাপ্ত হবেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে ভগবান কৃষ্ণের জীবনের অপূর্ব ঘটনাবলীর শ্রবণ এমনভাবে পাপসমূহ বিনাশ করে যেটি হচ্ছে পূর্ণ (*অলম্*) কেননা এটি সহজ। যে কেউই সহজে এই শ্রবণে অংশগ্রহণ করতে পারেন এবং যাঁরা কৃষ্ণের প্রতি উৎসর্গীকৃত হয়েছেন, তাঁরা তাঁর বিষয়ের অলঙ্কারটি সর্বদা তাঁদের কানে ধারণ করার আনন্দ উপভোগ করেন। সেই সকল ঘটনার সময় যারা উপস্থিত ছিলেন কেবলমাত্র তারাই নন, কিন্তু শুকদেব গোস্বামী, সূত গোস্বামী যারাই এ পর্যন্ত তা শ্রবণ করেছেন তারা সকলে এবং এই জগতে ভবিষ্যতে যারা শুনবেন তারা প্রত্যেকেই ভগবান কৃষ্ণের অপ্রাকৃত মহিমাসমূহের অবিরাম পাঠের দ্বারা কৃপাধন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বসুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ প্রদান ও দেবকীর পুত্রদের উদ্ধার' নামক পঞ্চশীতিতম অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।